বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০১২-২০১৩

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
(জনতা ব্যাংক লিঃ ও সাধারণ বীমা কর্পোরেশন)
অর্থ বছর ঃ ২০১১-২০১২

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

ঃ সূচীপত্র ঃ

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	Abbreviation & Glossary	গ
৪	প্রথম অধ্যায়	১
৫	অডিট বিষয়ক তথ্য	৩
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ	৪
	অডিটের সুপারিশ	৪
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৫-৬
৬	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-৪০
৭	তৃতীয় অধ্যায় (চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য)	৪১-৪৪
৮	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৪৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ২৪/০২/১৪২৪ বঙ্গাব্দ
০৭/০৬/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

স্বাক্ষরিত

মাসুদ আহমেদ
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন জনতা ব্যাংক লিঃ এবং সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর ১৯৯৬ হতে ২০১১-২০১২ পর্যন্ত বিভিন্ন হিসাব বছরের আর্থিক কর্মকান্ড বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে অংশ বিশেষ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোনমতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃঙ্খলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খণ্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে এবং তৃতীয় অধ্যায়ে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তারিখঃ ০৮/০২/১৪২৪ বঃ
২২/০৫/২০১৭ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত

মোঃ জহুরুল ইসলাম
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

Abbreviation & Glossary

(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১।	Acceptance	=	Commitment to pay against LC	এক ব্যাংকের শাখা অন্য ব্যাংকের শাখার উপর এলসি ইস্যু করলে উক্ত Acceptance দিতে হয়।
২।	BTB(বিটিবি)	=	Back To Back	রপ্তানি ঋণপত্র
৩।	C.C (HYPO) (সিসি)(হাইপো)	=	Cash , Credit Hypothecation	ব্যবসার বিপরীতে দেয় ঋণের ১.৫ গুণ মূল্যের সম্পত্তি বন্ধকী সম্বলিত ঋণ।
৪।	CC (Pledge)	=	Cash Credit (Pledge)	ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে ও ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব গুদামে রক্ষিত মালামালের বিপরীতে দেয় ঋণ সুবিধা।
৫।	Cost of Fund	=	-	মূল ঋণ (আসল টাকা), মামলা খরচ এবং ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক খরচসহ মোট ব্যয় কভার করার নামই Cost of Fund । Cost of Fund কভার না করে সুদ মওকুফ করা যাবে না।
৬।	CIB	=	Credit Information Bureau	বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত গ্রাহকের ক্রেডিট ইনফরমেশন।
৭।	EEF	=	Equity and Entrepreneurship Fund	উদ্যোক্তা এরং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের ঋণ ব্যবহারের আনুপাতিক হারের চুক্তিপত্র সংক্রান্ত প্রকল্প।
৮।	ETP(ইটিপি)	=	Effluent Treatment Plant	পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ETP স্থাপন করতে হয়।
৯।	ECC (ইসিসি)	=	Export Cash Credit	গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী, হিমায়িত খাদ্য,চামড়া ইত্যাদি রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি পূর্ব ঋণ সুবিধা।
১০।	FBPN(এফবিপিএন)	=	Foreign Bill Purchase Negotiation	রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন হলে ও বিল অব লেডিং প্রাপ্তি সাপেক্ষে স্থানীয় ব্যাংক রপ্তানিকারকের বিল ক্রয় করে।
১১।	FBP(এফবিপি)	=	Foreign Bill Purchase	ঐ
১২।	FC (Account) (এফসি একাউন্ট)	=	Foreign Currency (Account)	বৈদেশিক মুদ্রা আগমনের ক্ষেত্রে (FC) (Account) খুলতে হয়।
১৩।	Funded liability	=	-	এলসি দায় ব্যতীত সকল দায় ফান্ডেড দায়। আন্তর্জাতিক ঋণ ব্যতীত দেশীয় ঋণসমূহ যে সকল ঋণ ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের হিসাবের বিপরীতে পরিশোধিত হয়। যেমন:-সিসি (হাইপো), সিসি (পেজ), প্রকল্প ঋণ, কৃষি ও অকৃষিজ ঋণ, গৃহনির্মাণ ঋণ, ভোগ্যপণ্য ঋণ, ওডি, এসওডি। এসব ঋণ এলসি ঋণ খোলা ব্যতীত সরাসরি ফান্ডেড দায়। তাছাড়া এলসির মাধ্যমেও কিছু কিছু দায় ফান্ডেড দায় হিসাবে সৃষ্টি হয়। যেমন:- আমদানি ঋণ, লিম, এলটিআর, পিএডি ইত্যাদি। রপ্তানি এলসির বিপরীতে পিসি, ফোর্সড লোন (রপ্তানি ব্যর্থতায় ঋণ)।
১৪।	IDCP(আইডিসিপি প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)	=	(Interest During Construction Period)	প্রকল্প ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের মধ্যবর্তী সময়কালের সুদ।
১৫।	IIDFC	=	Industrial and Infrastructure Development Finance Company	একটি লিজিং কোম্পানী।

১৬।	LTR(এলটিআর)	=	Loan Against Trust Receipts	ব্যাংকের বিশ্বস্ত গ্রাহককে আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণ।
১৭।	LIM (লিম)	=	Loan Against Imported Merchandise	আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন গুদামে রক্ষিত মালামালের অনুকূলে ঋণ।
১৮।	LC (এলসি)	=	Letter of Credit	বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
১৯।	Non-funded liability	=	-	ব্যাংক কর্তৃক অপরিশোধিত অঙ্গিকারকৃত সকল দায়।
২০।	PAD(পিএডি)	=	Payment Against Document	আমদানি পণ্যের ডকুমেন্টের বিপরীতে সৃষ্ট দায়।
২১।	PC (পিসি)	=	Packing Credit	রপ্তানি পূর্ব মালামাল প্যাকিং করার ক্ষেত্রে দেয় ঋণ সুবিধা।
২২।	PSC(পিএসসি)	=	Pre-Shipment Cash Credit	ঐ
২৩।	STL	=	Short term loan	স্বল্পমেয়াদী ঋণ।
২৪।	ফোর্সড লোন / ডিমান্ড লোন	=	(Forced Loan)	রপ্তানি ব্যর্থতাজনিত কারণে আমদানিকৃত মালামালের মূল্য ডিমান্ড লোন বা ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে রপ্তানিকারককে পরিশোধ।
২৫।	অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪৬ ধারা	=	-	কোন ঋণ হিসাব মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে উক্ত আইনের ধারা বলে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।
২৬।	পুন: তফসিল	=	-	কোন ঋণ হিসাব শ্রেণীকৃত হলে ঋণ গ্রহীতার অনুরোধে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের সুবিধা প্রদান করার জন্য ঋণ হিসাব পুনঃ তফসিলিকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্ট নেয়া বাধ্যতামূলক।
২৭।	ডাউন পেমেন্ট	=	-	পুনঃ তফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে মোট ঋণাংকের নির্ধারিত হারে ডাউন পেমেন্ট নেয়া হয়।
২৮।	আরোপিত সুদ	=	-	নিয়মিত সময়কালে ঋণ স্থিতির উপর ধার্যকৃত সুদ।
২৯।	অনারোপিত সুদ	=	-	ঋণ হিসাব মন্দ/ কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে লেজার স্থিতির উপর সুদ চার্জ না করে পৃথকভাবে যে সুদ হিসাব করা হয়।
৩০।	ব্লক ঋণ সুবিধা হিসাব	=	-	ঋণ গ্রহীতার একাধিক ঋণ হিসাব থাকলে কোন একটি বা ততোধিক হিসাবে সুদ চার্জ না করে ব্লক রাখা হয়। সাধারনত প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি যাতে বন্ধ না হয় সে লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ গ্রহীতাকে আলোচ্য সুবিধা দেয়া হয়।
৩১।	এন,আই, এ্যাক্ট ১৮৮১	=	Negotiable Instrument Act-1881	ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে অগ্রিম গৃহীত চেক সময়মত ফান্ডের অভাবে প্রত্যাখ্যাত (Dishonoured) হলে উক্ত আইনে মামলা করা যায়।
৩২।	বিএমআরই	=	Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion.	প্রকল্প আধুনিকীকরণের নিমিত্তে প্রদত্ত ঋণ সুবিধা।
৩৩।	এলডিবিপি	=	Local Document Bill Purchase	স্বীকৃত স্থানীয় ঋণ পত্রের বিপরীতে রপ্তানিকারকের রপ্তানি মূল্যের উপর বিল ক্রয় বাবদ ঋণ।
৩৪।	ডেফার্ড এলসি	=	-	A type of letter of credit that defers payment until an agreed point after the shipping documents have been presented by the exporter.

প্রথম অধ্যায়

(ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ও অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ)

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা বছর ঃ

- ২০১১-২০১২ এবং ক্ষেত্র বিশেষ পূর্ববর্তী বছরসমূহের হিসাব।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ

- নিয়মানুগ অডিট।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও সময়কাল ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার সময়কাল
১	জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা।	০৫/০৫/২০১৩ হতে ২৩/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
২	জনতা ব্যাংক লিঃ, জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।	১০/০৬/২০১৩ হতে ১৬/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৩	জনতা ব্যাংক লিঃ, মগবাজার, কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।	১০/০৬/২০১৩ হতে ০২/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৪	জনতা ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।	০৫/০৫/২০১৩ হতে ০৯/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৫	জনতা ব্যাংক লিঃ স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা।	০৩/০২/২০১৩ হতে ১৭/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৬	জনতা ব্যাংক লিঃ, এরিয়া অফিস, দিনাজপুর।	১১/০২/২০১৩ হতে ১৭/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৭	জনতা ব্যাংক লিঃ, কুমিল্লা উত্তর অঞ্চল, কুমিল্লা এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন ০৮টি শাখা।	১০/০৬/২০১৩ হতে ১২/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৮	জনতা ব্যাংক লিঃ, এরিয়া কার্যালয়, কুমিল্লা দক্ষিণ অঞ্চল, কুমিল্লা।	০৩/০২/২০১৩ হতে ১৭/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৯	জনতা ব্যাংক লিঃ, বৈদেশিক বিনিময় কর্পোরেট শাখা, সিডিএ এনেক্স ভবন, চট্টগ্রাম।	০৫/০৫/২০১৩ হতে ০৬/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
১০	সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	১৭/০২/২০১৩ হতে ৩১/০৮/২০১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ ঃ

- ব্যাংকের ঋণ বিতরণ নীতিমালা, বৈদেশিক বিনিময় নীতিমালা বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন সার্কুলার আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ না করা;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্নসময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক;
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

রিপোর্ট প্রণয়ন ও সার্বিক তত্ত্বাবধান ঃ

- মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর।

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

ক্রমিক নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
	জনতা ব্যাংক লিঃ	
১	দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প ঋণ, সিসি (হাইপো) এবং পিএডি দায় ১৭৫৫.০৩ লক্ষ টাকা ক্ষতিমানে শ্রেণীকৃত হওয়াতে আদায় অনিশ্চিত।	১৭,৫৫,০৩,০০০
২	মঞ্জুরী পত্রের শর্ত মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যর্থতায় দেয় ঋণ ক্ষতিমানে শ্রেণীকৃত হওয়ায় ৪৪৭.২৯ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।	৪,৪৭,২৯,৯১৫
৩	একই মালিকানাধীন একাধিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রপ্তানীর নামে ব্যাংকের অর্থ আত্মসাৎ করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৪৬৪৪১.৪৯ লক্ষ টাকা।	৪৬৪,৪১,৪৯,২২০
৪	পুনঃ তফসিল শর্ত পরিপালন না করা সত্ত্বেও অনিয়মিত উপায়ে পাঁচ বার পুনঃ তফসিল সুবিধা প্রদান করায় গ্রাহকের প্রকল্প ও সিসি(হাইপো) ঋণের ১৭৬৫.৮৪ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।	১৭,৬৫,৮৪,০৫৩
৫	অনিয়মিতভাবে প্রদত্ত পিসি ঋণসহ অনাদায়ী সিসি(হাঃ) ঋণ, ইসিসি ও ফোর্সড লোন মন্দ ও কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৪৪৫.৮০ লক্ষ টাকা।	৪,৪৫,৮০,৩৩১
৬	ঋণ আদায় ব্যর্থতায় শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হয়ে প্রকল্প ও সিসি(হাইপো) ঋণের ৭৫২.৫৩ লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন।	৭,৫২,৫৩,৮২৮
৭	এক্সপোর্ট/কন্ট্রাক্ট এলসিসমূহের সঠিকতা যাচাই ছাড়া রপ্তানী বিল ক্রয় করায় ৩৭৮০.৩২লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন।	৩৭,৮০,৩২,৯১৬
৮	রপ্তানী এলসি/চুক্তিপত্র লিয়েন রেখে ব্যাক টু ব্যাক এলসির বিপরীতে সৃষ্ট ডিমান্ড ঋণ /পিএডি, মূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় অনাদায়ী ৪০২৪.৪৬ লক্ষ টাকা।	৪০,২৪,৪৬,৫৩৬
৯	প্রকল্প ঋণ,সিসি(হাইপো) ঋণ এবং ডিমান্ড লোনের অনাদায়ী ৪১২.৪৩ লক্ষ টাকা কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের পাওনা আদায় অনিশ্চিত।	৪,১২,৪৩,২৩৭
১০	এলডিবিপি (লোকাল ডকুমেন্ট বিল পারচেজ) দায়ের ১৪৬৫৭.১২লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।	১৪৬,৫৭,১২,৪৩২
১১	পর্যাপ্ত পরিমাণ জামানত/সহজামানত না থাকা সত্ত্বেও LTR ও PAD সুবিধা প্রদান করায় ব্যাংকের ক্ষতি ২৯২,৬২,০০,০০০ টাকা।	২৯২,৬২,০০,০০০
১২	মেসার্স আনন্দ শিপইয়ার্ড এন্ড শ্লিপওয়েজ লিঃ এর নিকট প্রকল্প, সিসি ও এলটিআর ঋণের অনাদায়ী ১৯১৪৩.৭৭ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।	১৯১,৪৩,৭৭,০৪২
১৩	প্লেজ ঋণের মালামাল গ্রাহকের সহিত যোগসাজসে আত্মসাৎ করায় ঋণ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় ক্ষতি ১৮২.৩৬ লক্ষ টাকা।	১,৮২,৩৬,৯৪৪
১৪	ব্যাংক ম্যানেজার কর্তৃক গ্রাহকের স্বাক্ষর জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ২২.০৫ লক্ষ টাকা।	২২,০৫,০০০
১৫	রপ্তানী ব্যর্থতা সত্ত্বেও পুনঃ পুনঃ ব্যাক টু ব্যাক এলসি মঞ্জুর, প্রত্যাবাসিত অর্থে ডিমান্ড লোনের টাকা সমন্বয় না করা এবং প্রতিষ্ঠান বন্ধের কারণে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের ৯৩৭.৩৬লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।	৯,৩৭,৩৬,০৭১
	মোট	১২৪০,২৯,৯০,৫২৫

	সাধারণ বীমা কর্পোরেশন	
১৬	অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের সাথে পুনঃ বীমার ক্ষেত্রে অদক্ষ চুক্তি সম্পাদন করায় প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের বিপরীতে ক্ষতির দাবী অতিরিক্ত পরিশোধ করাতে সংস্থার ক্ষতি।	২৭,৩৯,২৪,০০০
১৭	নগদে প্রিমিয়াম গ্রহণ ব্যতীত অনিয়মিতভাবে Facultative Re-Insurance কভারেজ প্রদান করায় অনাদায়ী।	৭৭,৯০,০৬,০০০
১৮	সাধারণ বীমা কর্পোরেশন পুণঃবীমাকৃত একই মালামালের দাবী দুইবার পরিশোধ করায় ক্ষতি।	৫,৯০,৫০,৫২৩
১৯	অগ্নিকান্ড সংগঠিত হওয়ার পরে পলিসি খুলে অনিয়মিতভাবে Bordereaux এর মাধ্যমে দাবী পরিশোধ করায় ক্ষতি।	২৩,৭০,০৮২
	সর্বমোট	১১১,৪৩,৫০,৬০৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

জনতা ব্যাংক লিঃ

অনুচ্ছেদ-১।

শিরোনামঃ দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প ঋণ, সিসি (হাঃ) এবং পিএডি দায় ১৭৫৫.০৩ লক্ষ টাকা ক্ষতিমানে শ্রেণীকৃত হওয়াতে আদায় অনিশ্চিত।

বিবরণঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব ০৫-০৫-২০১৩খ্রিঃ হতে ২৩-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে এস, এম, ই ডিপার্টমেন্টের অধীন কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স ওশান সুয়েটার (প্রাঃ) লিঃ এর নথিপত্র হতে দেখা যায় যে,

- ১৩-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৫২তম সভায় বোর্ড অব ডিরেক্টরস কর্তৃক অনুমোদনক্রমে মঞ্জুরীপত্র নং এসএমইডি/কামাল আতাতুর্ক/ওশান সুয়েটার/এন এ/০৮ তারিখ ২২-০৯-২০০৮ খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে মোট প্রাক্কলিত প্রকল্প ব্যয় ১৪০.৯৮১ মিলিয়ন বা ১৪০৯.৮১ লক্ষ টাকার উপর ৪০:৬০ অনুপাতে ঋণ সমমূলধন এর বিপরীতে ৫৬৩.৯২ লক্ষ টাকা ৭ বছর মেয়াদে (৬মাস নির্মাণকাল ও ৬মাস রেয়াতকালসহ) ১১% হার সুদে প্রকল্প ঋণ মঞ্জুরী প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে মঞ্জুরীপত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণ বিতরণের পরবর্তী ১৫তম মাস অর্থাৎ ৩১-০৩-২০১০ খ্রিঃ তারিখে ৩২.৪১ লক্ষ টাকা ১ম কিস্তি পরিশোধের কথা এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরবর্তী কিস্তি পরিশোধযোগ্য। কিন্তু গ্রাহক মঞ্জুরী আদেশ নং- এসএমইডি/কামালআতাতুর্ক/ওশান সুয়েটার/এনএ/০৮,তারিখ-২২-০৯-২০০৮খ্রিঃ এর শর্ত নং-০৯(ক) পরিপালন করেননি।

- গ্রাহক কর্তৃক মঞ্জুরীপত্রের শর্ত মোতাবেক ৩০-১২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের কথা থাকলেও তা পরিপালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং নির্ধারিত কিস্তি পরিশোধ করতে পারেননি। পরবর্তীতে ২৯-০৭-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ১০৩ তম পর্ষদ সভার অনুমোদনক্রমে মঞ্জুরী আদেশ নং সিসিডি-২/ওশান সুয়েটার/প্রকল্প ঋণ/আক্তার/০৯/১৯ তারিখ ০৬-০৮-২০০৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১৪২.১১ মিলিয়ন টাকা ধরে ঋণ-সমমূলধন অনুপাত ৪০:৬০ এর পরিবর্তে ৫৫:৪৫ পুনঃ বিন্যাস করে ২১.৭৭ মিলিয়ন টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। এতে মোট প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয় ৭৮.১৬ মিলিয়ন বা ৭৮১.৬০ লক্ষ টাকা।এ আদেশে ঋণের পরিমাণ ৫৬৩.৯২ লক্ষ টাকা হতে বর্ধিত করে ৭৮১.৬০ লক্ষ টাকা হলেও জামানতের পরিমাণ বাড়ানো হয়নি। পূর্বের ৬৯.৩৬ শতাংশ জমির মূল্য ১.৩৯ কোটি টাকাই জামানত হিসেবে বলবৎ থাকে। ঋণ এর পরিমাণ বৃদ্ধি করলেও শাখা ও প্রধান কার্যালয় কর্তৃক জামানতের বৃদ্ধির বিষয়ে কোন প্রকার দৃষ্টি দেওয়া হয়নি।

- পুনঃ নির্ধারিত কিস্তির ৪.৪৯ মিলিয়ন টাকা বা ৪৪,৯০,০০০ টাকা ৩০-৩-২০১০ খ্রিঃ তারিখ হতে নিয়মিত পরিশোধেও গ্রাহক ব্যর্থ হয়েছেন। গ্রাহককে সুবিধা দিয়ে ১ম কিস্তি পরিশোধের তারিখ ৩০-০৩-২০১০ খ্রিঃ হতে ১ বছর পিছিয়ে ৩০-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখে নির্ধারণ করে দেওয়ার পরও ব্যাংক কর্তৃক ঋণের কিস্তি আদায়ে ব্যর্থ হয়েছে। সর্বশেষ ৩০-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ এর ২৪৮তম বোর্ড সভায় বোর্ড অব ডিরেক্টরস কর্তৃক ১ম কিস্তি পরিশোধের তারিখ ৩১-০৩-২০১১ খ্রিঃ এর পরিবর্তে ৩১-০৩-২০১৩ খ্রিঃ নির্ধারণ করে ১ম পুনঃতফসিল সুবিধা অনুমোদন করা হয়। এক্ষেত্রে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মাসিক কিস্তি নির্ধারিত হয় ৭৯,৪২,৩৯৩ টাকা কিন্তু গ্রাহক তা পরিশোধে ব্যর্থ হন।

- জুন/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত কিস্তি আদায়যোগ্য পুনঃ নির্ধারিত ৪.৪৯ মিলিয়ন টাকা হারে (৩০-০৩-২০১০ খ্রিঃ তারিখ ১ম কিস্তি ধরে) (১৪ কিস্তি ×৪.৪৯) মিলিয়ন =৬,২৮,৬০,০০০ টাকার স্থলে আদায় হয়েছে ১,৮৬,৩৮,২৬৫ টাকা, আদায় খেলাপী/ওভারডিউ =(৬২৮৬০০০০-১৮৬৩৮২৬৫)=৪,৪২,২১,৭৩৫ টাকা। ৩০-৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মোট অনাদায়ী স্থিতি ১০,৮৫,৮২,০০০ টাকা যা ক্ষতিমানে শ্রেণীকৃত।
- ১৩-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ৩০% মার্জিনে ১৫.৫০% হার সুদে ১.০০ (এক) কোটি টাকা সিসি (হাঃ)) ঋণ মঞ্জুরী দেওয়া হয়। ঋণটির মেয়াদোত্তীর্ণ হয় ৩১-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখ। মেয়াদোত্তীর্ণের পর হতে নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত কোন টাকা আদায় হয়নি। ৩০-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে এই হিসাবে অনাদায়ী স্থিতি ১,০৮,৪০,০০০ টাকা।
- সহায়ক জামানত ছাড়া এল সি স্থাপন করায় ১৯-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে ৪,৮৬,১১,০০০ টাকা পিএডি সৃষ্টি হয়। মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ১৮-০২-২০১২ খ্রিঃ তে। ৩০-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত কোন টাকা আদায়/সমন্বয় হয়নি। ৩০-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে এই হিসাবে অনাদায়ী স্থিতি ৫,৬০,৮১,০০০ টাকা যা ক্ষতিমানে শ্রেণীকৃত।

অনিয়মের কারণঃ

- উপরোল্লিখিত তিনটি ঋণের বিপরীতে মোট অনাদায়ী স্থিতির পরিমাণ (জুন/২০১৩খ্রিঃ পর্যন্ত) (১০,৮৫,৮২,০০০ +৫,৬০,৮১,০০০ +১,০৮,৪০,০০০) টাকা =১৭,৫৫,০৩,০০০ টাকা মনিটরিং এর অভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ ঋণের দায় আদায় না হওয়া সত্ত্বেও বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট "০১" এ দেওয়া হলো)**।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ৩০-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে গ্রাহককে প্রতি মাসে ৭৭,৪১,৬৪৫ টাকা পরিশোধ করতে হবে। কারখানার আয় দ্বারা প্রতিমাসে কারখানা চালু রাখা সম্ভব নয়। তিনি এক্সিট পলিসির আওতায় ব্যাংক ঋণের টাকা পরিশোধ করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ২১-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ৮৮.০০ লক্ষ টাকার একটি পে অর্ডার শাখায় জমা করেছেন। গ্রাহকের সাথে শাখার নিবিড় যোগাযোগ আছে। ব্যাংকের ঋণের টাকা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। প্রকল্প ভবন ও জমির মুল্য ব্যাংকের ঋণের তুলনায় অনেক বেশী।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ মঞ্জুরী পত্রের শর্ত অনুযায়ী গ্রাহক এর নিকট হতে ব্যাংক ঋণ আদায়ে ব্যর্থ হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়ম উল্লেখপূর্বক সচিব বরাবর ২৬-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অগ্রীম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৭-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৩০-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। ১০-০৩-১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। শাখার জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহক এক্সিট পলিসির আওতায় সুদ মওকুফের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ করতে চান। জবাব নিষ্পত্তিমূলক না হওয়াতে ০৩-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পত্রে ঋণ আদায় করে নিষ্পত্তিমূলক জবাব চাওয়া হলেও পরবর্তি অগ্রগতি জানানো হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- অনতিবিলম্বে আপত্তি সংশ্লিষ্ট অনাদায়ী টাকা সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অফিসে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ-২।

শিরোনামঃ মঞ্জুরী পত্রের শর্ত মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যর্থতায় দেয় ঋণ ক্ষতিমানে শ্রেণীকৃত হওয়ায় ৪৪৭.৩০ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।

বিবরণঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব ০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৩-০৭-২০১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে এস,এম, ই ডিপার্টমেন্ট এর রেকর্ডপত্র হতে দেখা যায় যে,

- মঞ্জুরী পত্র নং সিসিডি-২/জিতু-আফনান/আক্তার/১০/২৯ তারিখ ১৩-০৫-২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৪৯৬.৯৪ লক্ষ টাকা লিমিটে ঋণ সমমূলধন অনুপাত ৫০:৫০, ৭ বছর মেয়াদে ১১% হার সুদে, প্রক্রিয়াকরণকৃত গরু খাসি ও মুরগীর মাংস হতে উৎপাদিত পণ্য তৈরীর জন্য গ্রাহকের অনুকূলে ১৩-০৪-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত খাতওয়ারী মোট ৩৫৫.২৭ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।
- ঋণ মঞ্জুরীপত্র মোতাবেক ঋণ বিতরণের ০৯(নয়) মাসের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের শর্ত ছিল এবং সেই মোতাবেক গত ২৬-০২-২০১১ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও উৎপাদনে যেতে ব্যর্থ হয়েছে। ঋণ মঞ্জুরীপত্রের শর্ত/ঋণ বিতরণসূচী মোতাবেক ২৬-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ১ম কিস্তি পরিশোধ যোগ্য হিসেবে ২৬-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৭(সাত) কিস্তিতে মোট সুদে আসলে ৭ কিস্তি ×৩০.২৪ লক্ষ টাকা=২১১.৬৮ লক্ষ টাকা আদায়/সমন্বয় হওয়ার কথা থাকলেও আদায় হয়েছে ৪.৫৪ লক্ষ টাকা; ফলে ক্ষতিজনিত (বিএল) মানে ঋণটি শ্রেণীকৃত হয়।
- শাখার পত্র নং-১১ তারিখ ২২-০৮-২০১২ খ্রিঃ হতে দেখা যায় যে, ১৮-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা গিয়েছে যে, প্রকল্প ঋণের আওতায় বৈদেশিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহের দীর্ঘ সময় পরও তা প্রকল্পে স্থাপন করা হয়নি। প্রকল্পের পূর্তকার্যাদি পরিদর্শন মোতাবেক ২৫% অসম্পন্ন রয়েছে। যা ঋণ মঞ্জুরীপত্র ও চুক্তি পত্রের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়।

অনিয়মের কারণঃ

- শান্তিনগর কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর গ্রাহক মেসার্স জিতু আফনান এগ্রো ফার্মা লিমিটেড এর ঋণ হিসাবে মঞ্জুরী পত্রের শর্ত মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যর্থ, ক্ষতিমানে শ্রেণীকৃত হয়ে খেলাপী ঋণে পরিণত হয়েছে।ঋণের অনাদায়ী স্থিতি ৪,৪৭,২৯,৯১৫ টাকা ব্যাংক কর্তৃক আদায়ে ব্যর্থ। প্রধান কার্যালয় কর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট "০২" এ দেয়া হলো)।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, বর্তমানে ঋণ হিসাবে ২১৫.৮৪ লক্ষ টাকা মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া স্থিতি রয়েছে যা ৩১-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে ক্ষতি হিসাবে শ্রেণীকৃত। বার বার তাগাদা দেওয়ার পরও গ্রাহক কর্তৃক কিস্তি পরিশোধ করা হয়নি। বিগত ২০-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের আলোচ্য খেলাপী ঋণের টাকা আদায়ের জন্য অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়েরের উদ্দেশ্যে বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা দক্ষিণ এর মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের আইন বিভাগের মামলা দায়েরের অনুমোদন চেয়ে পত্র লেখা হয়েছে। যা বর্তমানে আইন বিভাগে প্রক্রিয়াধীন। অনুমতি পাওয়া গেলে জরুরী ভিত্তিতে গ্রাহকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব স্বীকৃতি মূলক। প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যর্থতা, ঋণের কিস্তি খেলাপী, ঋণ আদায়ের তাগাদা পত্রের জবাব না দেওয়া ইত্যাদির অবস্থার প্রেক্ষিতে গ্রাহক নির্বাচন সঠিক হয়নি। দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ছিল। অদ্যাবধি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় গ্রাহকের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়ম উল্লেখপূর্বক সচিব বরাবর ২৬-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অগ্রীম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৭-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৩০-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। ১০-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। শাখার জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহকের বিরুদ্ধে ১০-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অর্থ ঋণ মামলা দায়ের করে ঋণ আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত আছে। ০৩-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের প্রতিউত্তরে মামলার নিবিড় তদারকির মাধ্যমে ঋণ আদায়ের কথা জানানো হয়। পরবর্তীতে আর কোন জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- অতিসত্ত্বর আইনানুগ ব্যবস্থা তরান্বিত করে অনাদায়ী টাকা আদায় করতঃ নিরীক্ষা অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ-৩।

শিরোনামঃ একই মালিকানাধীন একাধিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রপ্তানীর নামে ব্যাংকের অর্থ আত্মসাৎ করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৪৬৪৪১.৪৯ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

জনতা ব্যাংক লিমিটেড, জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব ১০-০৬-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে কন্ট্রাক্ট/এক্সপোর্ট এলসি, বিবিএলসি, এফডিবিপি এবং এফডিবিসি বিবরণী ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র হতে দেখা যায় যে,

- জনাব খাজা সোলায়মান আনোয়ার চৌধুরী নিজ মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান মেসার্স আলপা (ALPPA) কম্পোজিট টাওয়েলস লিঃ এর মাধ্যমে ২০১০ সাল থেকে এবং মেসার্স সাহারিশ কম্পোজিট টাওয়েলস লিঃ এর মাধ্যমে ২০১১ সাল থেকে জনতা ব্যাংক লিমিটেড, জনতা ভবন কর্পোরেট শাখার আর্থিক সহায়তায় বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করে আসছিলেন।

- প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কমার্শিয়াল ইনভয়েস মোতাবেক মেসার্স আলপা কম্পোজিট টাওয়েলস লিঃ রপ্তানীকারক, অষ্ট্রেলিয়ার মেসার্স চিনো হাউজ প্রাঃ লিঃ আমদানীকারক, ইনভয়েস প্রেরণ করা হয়েছে বাংলুজ মিডেল ইষ্ট এফজেডই, নিউ ইয়র্ক, ইউএসএ এবং প্রাপকের ব্যাংক হিসেবে রয়েছে ইউনাইটেড আরব আমিরাতের আবুধাবী কমার্শিয়াল ব্যাংকে। অর্থাৎ আমদানীকারক অষ্ট্রেলিয়াতে, শিপমেন্ট যাচ্ছে ইউএসএ এবং ডকুমেন্ট যাচ্ছে ইউনাইটেড আরব আমিরাতের আবুধাবী কমার্শিয়াল ব্যাংকে। একইভাবে কন্ট্রাক্ট অনুযায়ী মেসার্স সাহারিশ কম্পোজিট টাওয়েলস লিঃ রপ্তানীকারক, ইউএসএ এর ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কোম্পানী আমদানীকারক, ইনভয়েস প্রেরণ করা হয়েছে মালটিমোড জেনারেল ট্রেডিং লিঃ, লসএঞ্জেলস, ইউএসএ এবং প্রাপকের ব্যাংক হিসেবে রয়েছে ইউনাইটেড আরব আমিরাতের আবুধাবী কমার্শিয়াল ব্যাংক। অর্থাৎ আমদানীকারক ইউএসএ এর ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কোম্পানী, কিন্তু শিপমেন্ট যাচ্ছে মালটিমোড জেনারেল ট্রেডিং লিঃ, লসএঞ্জেলস, ইউএসএ এবং ডকুমেন্ট যাচ্ছে ইউনাইটেড আরব আমিরাতের আবুধাবী কমার্শিয়াল ব্যাংকে যা অবাস্তব। ত্রুটিপূর্ণ রপ্তানী এলসির বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন ও রপ্তানী কার্যক্রম গ্রহণ করা রপ্তানী বিধির পরিপন্থী।

- মেসার্স বাংলুজ মিডেল ইষ্ট এফজেডই এর বিজনেস ইনফরমেশন রিপোর্ট হতে দেখা যায়, উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রোপ্রাইটার জনাব খাজা সোলায়মান আনোয়ার চৌধুরী। অর্থাৎ আমদানীকারক ও রপ্তানীকারক একই ব্যক্তি। ফলে মালামাল আদৌ রপ্তানী হয়েছে কিনা সে বিষয়টি প্রশ্নসাপেক্ষ।

- এ্যাট সাইট ভিত্তিতে ডকুমেন্ট প্রেরণ করা হয়েছে বিধায় ২১ দিনের মধ্যে বিল মূল্য প্রত্যাবাসিত হওয়ার কথা। কিন্তু বিল মূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়া সত্বেও উক্ত বিল মূল্য প্রত্যাবাসনের নিমিত্তে শাখা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে বিপুল পরিমান বৈদেশিক মূদ্রা হতে ব্যাংক তথা দেশ বঞ্চিত হয়েছে।

- মেসার্স সাহারিশ কম্পোজিট টাওয়েলস লিঃ এর অনুকুলে ১৫-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখ জেবি/এইচও/আইসিডি/সাহরিশ কম্পোজিট টাওয়েল-প্রকল্প ঋণ/১১/২৪৬ নং পত্রের মাধ্যমে ৮৭,৬৫,৭৩,০০০ টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। আর ৮৫,৮৯,০০,০০০ টাকা বিতরণ করা হয়। উক্ত প্রকল্প ঋণের বর্তমান দায় ৯৪,১৩,০০,০০০ টাকা। মেসার্স আলপা কম্পোজিট টাওয়েলস্ লিঃ এর বিবিএলসি এর বিপরীতে এফডিবিপি ৮৩,৮২,১১,০৫৪ টাকা, ডিমান্ড লোন ৮২,৮৪,০০,০০০ টাকা, পিএডি ১,৫২,০০,০০০ টাকা এবং মেসার্স আলপা সাহরিশ কম্পোজিট টাওয়েল এর বিবিএলসি এর বিপরীতে এফডিবিপি ৮৩,৬৫,৩৮,১৬৬ টাকা, ডিমান্ড লোন ১০০,৯৫,০০,০০০টাকা, পিএডি ১৭,৫০,০০,০০০ টাকা। মোট ক্ষতিকৃত টাকার পরিমাণ ৪৬৪,৪১,৪৯,২২০ টাকা।

অনিয়মের কারণঃ

- জনাব খাজা সোলায়মান আনোয়ার চৌধুরী এর মালিকানাধীন বিসমিল্লাহ গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স আলপা কম্পোজিট টাওয়েলস লিঃ এবং মেসার্স সাহারিশ কম্পোজিট টাওয়েলস লিঃ নামক দুটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রপ্তানীকৃত পণ্যের মূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় ও বিপুল পরিমাণ ব্যাক টু ব্যাক এর আমদানীকৃত পণ্য রপ্তানী না করায় ব্যাংকের ৪৬৪,৪১,৪৯,২২০ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে (**যার বিবরণ পরিশিষ্ট "০৩" এ দেখানো হল)** ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- তাৎক্ষনিক জবাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জানানো হয় যে, ব্যবসার শুরুতে গ্রাহক সুনামের সাথে ১০০% রপ্তানী বাণিজ্য পরিচালনা করে আসছিল এবং ব্যাংকের পাওনা যথা সময়ে পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ করে বৈদেশিক বাণিজ্যিক লেনদেন পরিচালনাকারী ব্যাংক সমূহ সুবিধা বন্ধ করায় রপ্তানী কার্যক্রম এবং মূল্য প্রত্যাবাসন স্থবীর হয়ে পড়ে। ফলে বিলসমূহ প্রত্যাবাসিত না হয়ে দায়ের পরিমান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইতোমধ্যে গ্রাহককে লিগ্যাল নোটিশ দেয়া হয়েছে এবং অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই প্রধান কার্যালয়ের অনুমতি স্বাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ আমদানীকারকও রফতানীকারক একই ব্যক্তি হওয়ায় তা যাচাই না করে ক্রমাগত ঋণপত্রের সুবিধা দেওয়ায় এই অনিয়মের কারন।
- উল্লিখিত অনিয়ম উল্লেখপূর্বক সচিব বরাবর ২৭-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অগ্রীম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৩০-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। এর প্রেক্ষিতে ০১-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে স্বাক্ষরিত পত্রে জানানো হয় যে, এখনো ধীর গতিতে রপ্তানী মূল্য প্রত্যাবাশিত হচ্ছে এবং গ্রাহকের প্রকল্পটির মূল্য ২০.০০কোটি টাকা নির্ধারণ করে মামলা দায়ের প্রক্রিয়াধীন আছে।এই অফিসের ০৬-০১-১৫ খ্রিঃ তারিখের প্রতিউত্তরে ঋণ আদায়ের অগ্রগতি জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলেও পরবর্তী অগ্রগতি জানানো হয় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- অতি সত্তর ব্যাংকের পাওনা অর্থ আদায় করে ব্যাংক তহবিলে জমা করা আবশ্যক। একই সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষা অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

৪—

অনুচ্ছেদ-৪ ।

শিরোনামঃ পুনঃ তফসিল শর্ত পরিপালন না করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে পাঁচ বার পুনঃ তফসিল সুবিধা প্রদান করায় গ্রাহকের প্রকল্প ও সিসি(হাইপো) ঋণের ১৭৬৫.৮৪ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত ।

বিবরণঃ

জনতা ব্যাংক লিমিটেড, জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব ১০-০৬-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,

- মেসার্স ট্রাষ্ট নিটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর অনুকুলে ৩০-১০-২০০৫ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর ১৫৭ এর মাধ্যমে সাত বছর মেয়াদে ১২.৯৬ লক্ষ টাকার প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয় । যার মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ৩০-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে। কিন্তু গ্রাহক ঋণ পরিশোধ না করায় ২৩-৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ প্রথম পুনঃ তফসিল করা হয় ।পরবর্তীতে আরও চার বার পুনঃ তফসিল সহ সর্বশেষ ২১-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আগষ্ট /১৮ মেয়াদে পুনঃ তফসিল করা হলেও ঋণ আদায়ের কোন অগ্রগতি নেই । অধিকন্তু, প্রকল্প নির্মাণ কালীন সুদ ও অনারোপিত সুদ একত্রিত করে ব্লক হিসাবে স্থানান্তর করে ৫% সুদে পুনঃ তফসিল করা হয়েছে।
- পুনঃ তফসিলের শর্ত অনুযায়ী গ্রাহক পর পর দুটি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে পুনঃ তফসিল সুবিধা বাতিল বলে গণ্য করা হবে। কিন্তু গ্রাহক পর পর দুটি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে পর পর পাঁচ বার পুনঃ তফসিল করা হয়েছে । এরূপ পুনঃ তফসিল বিআরপিডি সার্কুলার ১৫ তারিখঃ ২৩-০৯-২০১২ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ -২ এর পরিপন্থী ।
- জেবি/এইচও/আইসিডি/এডব্লিউ/ট্রাঃনিট(মঞ্জুরী)/২০০৮/৪০২ তারিখ:২৩-০৬-২০০৮খ্রিঃ মোতাবেক গ্রাহকের অনুকুলে এক বছর মেয়াদে ১০০.০০ লক্ষ টাকা সিসি(হাঃ) ঋণ মঞ্জুর করা হয় । শর্ত ছিল গ্রাহকের প্রকল্প ঋণ হিসাবে মেয়াদ উত্তীর্ণ ১২৯.০০ লক্ষ টাকা আদায় করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে সে শর্ত পরিলক্ষিত হয়নি।

অনিয়মের কারণঃ

- পুনঃ তফসিল শর্ত পরিপালন না করা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অনিয়মিত উপায়ে পাঁচ বার পুনঃ তফসিল সুবিধা প্রদান করায় গ্রাহক মেসার্স ট্রাষ্ট নিটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর প্রকল্প ও সিসি(হাঃ) ঋণের ১৭,৬৫,৮৪,০৫৩ টাকা আদায় অনিশ্চিত **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট " ০৪" এ দেখানো হল)।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর ৬০ তম, ১০৬ তম, ১১৯ তম, ১৫৮ তম ও ২৬৭ তম সভায় পাঁচ বার পুনঃ তফসিল করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। বিআরপিডি সার্কুলার নং- ১৫, তারিখঃ ২৩-০৯-২০১২ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ- ২ এর নোট অনুসরণ না করে পাঁচ বার পুনঃ তফসিল করা হয়েছে। জরুরী ভিত্তিতে অনাদায়ী অর্থ আদায় করা আবশ্যক ।
- উল্লিখিত অনিয়ম উল্লেখপূর্বক সচিব বরাবর ২৭-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অগ্রীম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৩০-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। ০৬-১১-২০১৪ খ্রি: তারিখে প্রাপ্ত জবাব হতে জানা যায় ঋণ আদায়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। এই অফিসের ০৬-০১-১৫ খ্রিঃ তারিখের প্রতিউত্তরে ঋণের অর্থ আদায়ের অগ্রগতি প্রেরণের কথা জানালেও পরবর্তী অগ্রগতি জানা যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- অনাদায়ী অর্থ আদায় পূর্বক নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হল।

অনুচ্ছেদ–৫ ।

শিরোনামঃ অনিয়মিতভাবে প্রদত্ত পিসি ঋণসহ অনাদায়ী সিসি(হাইপো) ঋণ, ইসিসি ও ফোর্সড লোন মন্দ ও কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৪৪৫.৮০ লক্ষ টাকা ।

বিবরণঃ

জনতা ব্যাংক লিমিটেড, জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব ১০-০৬-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে পিসি, ইসিসি ও ফোর্সড লোনের স্টেটমেন্ট ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র হতে দেখা যায় যে,

- শাখার ১৬-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখের সুপারিশের ভিত্তিতে ০৪-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখের অনুষ্ঠিত ১৮৭ তম বোর্ড সভায় মেসার্স নিশা এ্যাপারেলস্ লিঃ কে দেয়া শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর সিসি(হাইপো) ঋণের ২,৬০,০০,০০০ টাকার দায় প্রচলিত সুদে অধিগ্রহণ করে। প্রকল্পটি পরিচালনার জন্য ৪০,০০,০০০ টাকার ইসিসি লিমিট এবং ৭,০০,০০,০০০ টাকার ব্যাক টু ব্যাক এলসি নোশনাল লিমিট মঞ্জুর করা হয় । উল্লেখ্য, ঋণগ্রহীতা এলসি লিমিট এর জন্য আবেদন করেননি, ১.০০ কোটি টাকার সিসি(হাইপো) ঋণের জন্য আবেদন করেন। শাখা কর্তৃক ২.৬১ কোটি টাকার দায় অধিগ্রহনসহ ১.০০ কোটি টাকার সিসি(হাইপো) ও ৫.০০ কোটি টাকার এলসি লিমিট এর জন্য সুপারিশ করা হয় । কিন্তু প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সিসি(হাইপো)ঋণের ২,৬০,০০,০০০ টাকার দায় প্রচলিত সুদে অধিগ্রহন, প্রকল্পটি পরিচালনার জন্য ৪০,০০,০০০ টাকার ইসিসি লিমিট এবং ৭,০০,০০,০০০ টাকার ব্যাক টু ব্যাক এলসি নোশনাল লিমিট মঞ্জুর করা হয় ।
- পিসি ঋণের অনুমোদন পত্রের শর্ত নং-(ঝ) এর (৩) অনুযায়ী গ্রাহকের বা সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কোন প্রকার শ্রেণীকৃত ও অনিয়মিত/মেয়াদউত্তীর্ণ দায় থাকলে পিসি ঋণ প্রদান করা যাবে না । কিন্তু গ্রাহকের শ্রেণীকৃত ইসিসি এবং পিএডি(বিবি) দায় থাকা অবস্থায় অনিয়মিতভাবে পিসি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং ঋণ বিতরণের দীর্ঘদিন পর ঘটনাত্তোর অনুমোদন দেওয়া হয়।
- চলতি মূলধন হিসেবে ৪০,০০,০০০ টাকা ইসিসি ঋণ পরিশোধসূচী অনুযায়ী রপ্তানী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য, কিন্তু আদায় ব্যর্থতায় মন্দ ও কু-ঋণে পরিনত হয়ে ব্যাংকের ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত ।
- নোশনাল লিমিট ৭,০০,০০,০০০ টাকার বিপরীতে ১০ টি বিবিএলসি খোলা হয় যা পরবর্তীতে রপ্তানী ব্যর্থতায় ফোর্সড লোনে পরিনত হয় ।

অনিয়মের কারণঃ

- অনিয়মিতভাবে প্রদত্ত পিসি ঋণসহ অনাদায়ী সিসি(হাইপো) ঋণ, ইসিসি ও ফোর্সড লোন আদায়ে ব্যর্থতায় মন্দ ও কু-ঋণে পরিণত হয়ে ব্যাংকের ৪,৪৫,৮০,৩৩১ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট "৫" এ দেখানো হল)** ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- তাৎক্ষনিক জবাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জানানো হয় যে, পিসি ঋণ বিতরণকালে গ্রাহকের কোন খেলাপী দায় ছিল না। গ্রাহক রপ্তানী কার্যক্রম সম্পাদন করতে না পারায় এবং মালামাল স্টকলট হয়ে পড়ায় ইসিসি দায় সহ অন্যান্য দায় পরিশোধে ব্যর্থ হন। অপরদিকে প্রতিষ্ঠিত ব্যাক টু ব্যাক এর বিপরীতে আইএফডিবিসি দায় পরিশোধে ব্যাংকের বাধ্য বাধকতা থাকায় ফোর্স লোন সৃষ্টির মাধ্যমে অন্যান্য ব্যাংকের দায় পরিশোধ করা হয়। দায় পরিশোধের জন্য গ্রাহককে বার বার তাগাদা প্রদান করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনে মামলা দায়েরের মাধ্যমে দায় আদায় করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক ।
- উল্লিখিত অনিয়ম উল্লেখপূর্বক সচিব বরাবর ২৭-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অগ্রীম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৩০-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয় । এর পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের ০৪-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে পত্র হতে জানা যায় আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত আছে ।এই অফিসের ০৬-০১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের প্রতিউত্তরে জানানো হয় স্বচ্ছল গ্রাহক না হওয়া সত্বেও অন্য ব্যাংকের দায় অধি-গ্রহণ করে নূতন করে বিনিয়োগ সঠিক হয় নি। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে দেয়া ঋণ কুঋণে পরিণত হয়েছে ।পরবর্তী কোন অগ্রগতি আর জানা যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- অতি সত্বর অনাদায়ী অর্থ আদায় করে নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হল ।

অনুচ্ছেদ-৬।

শিরোনামঃ ঋণ আদায় ব্যর্থতায় শ্রেণীকৃত ঋণে পরিনত হয়ে প্রকল্প ও সিসি(হাইপো)ঋণের ৭৫২.৫৪ লক্ষ টাকা ক্ষতির সন্মুখীন।

বিবরণঃ

জনতা ব্যাংক লিমিটেড, জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব ১০-০৬-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে প্রকল্প ও সিসি(হাইপো) ঋণ লেজার ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র হতে দেখা যায় যে,

- মেসার্স ডেই ডং কেমিকাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর অনুকুলে ২০-১০-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ ৪০৪.০০ লক্ষ টাকার প্রকল্প ও ১৬-০৮-২০১০ খ্রিঃ তারিখ ১০০.০০ লক্ষ টাকার সিসি (হাইপো) ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণকরা হয়।
- ২০-১০-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে ঋণ মঞ্জুরীর শর্তানুযায়ী প্রকল্প ঋণ বিতরনের তারিখ হতে ২৪ মাস পরে প্রথম কিস্তি পরিশোধসহ বার্ষিক ৫ টি সমান কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য এবং সিসি(হাইপো) ঋণ মালামাল ক্রয় বিক্রয় ও নগদ লেনদেনের মাধ্যমে সমন্বয়যোগ্য। কিন্তু ঋণ বিতরণের পর হতে নিরীক্ষা চলা কালীন সময় পর্যন্ত ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কোন টাকা আদায় করতে সক্ষম হননি। ফলে ক্ষতিমানে শ্রেণীকৃত হওয়ায় ব্যাংকের ৭,৫২,৫৩,৮২৮ টাকা আদায় অনিশ্চিত।
- প্রকল্পটির উৎপাদনে যাওয়া সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রমান নথিপত্রে পাওয়া যায়নি। তবুও সিসি (হাইপো) ঋণ অনিয়মিত ভাবে মঞ্জুর করা হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রকল্প সমাপ্ত না হলে কেবল ভূমির মূল্য ধরলে বড় অঙ্কের জামানত ঘাটতি থাকবে (জমির মূল্য ৬৩.২০ লক্ষ ঋণের পরিমাণ ৭.৫৩ কোটি টাকা)।

অনিয়মের কারণঃ

- ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা এবং প্রকল্প উদ্যোক্তাদের অভিজ্ঞতা যাচাই না করে অনিয়মিতভাবে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করায় এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায়শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত ঋণের ৭৫২.৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতির **সম্মুখীন(যার বিবরণ পরিশিষ্ট "৬"এ দেখানো হল)।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- তাৎক্ষনিক জবাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জানানো হয় যে, পাওনা আদায়ের নিমিত্তে চলতি মাসের মধ্যে মামলা দায়ের করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উল্লিখিত অনিয়ম উল্লেখপূর্বক সচিব বরাবর ২৭-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অগ্রীম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৩০-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়।এর পরিপ্রেক্ষিতে ০৪-১১-২০১ ৪খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের পত্রে জানানো হয় মামলা দায়ের করা হয়েছে।এই অফিসের ০৬-০১-১৫ খ্রিঃ তারিখের প্রতিউত্তরে মামলা তদারকি করে আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের কথা জানানো হলেও পরবর্তী অগ্রগতি জানা যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- অনাদায়ী টাকা আদায় করে সত্বর নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হল।

অনুচ্ছেদ-৭।

শিরোনামঃ এক্সপোর্ট/কন্ট্রাক্ট এলসিসমূহের সঠিকতা যাচাই ছাড়া রপ্তানি বিল ক্রয় করায় ৩৭৮০.৩৩ লক্ষ টাকা ক্ষতির সন্মুখীন।

বিবরণঃ

জনতা ব্যাংক লিমিটেড, জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব ১০-০৬-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে কন্ট্রাক্ট/এক্সপোর্ট এলসি, এফডিবিপি স্টেটমেন্ট ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র হতে দেখা যায় যে,

ক) বৈদেশিক ক্রেতার এক্সপোর্ট কন্ট্রাক্ট/এলসি যাচাই ছাড়া বিভিন্ন ব্যাংকের একসেপ্টেন্স এর ভিত্তিতে মেসার্স পবন টেক্সটাইল মিলস্ (প্রাঃ) লিঃ এর অনুকুলে বিলসমূহ ক্রয় করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে হাল নাগাদ কাগজপত্র গ্রহণ করা হয়নি সঠিকতা যাচাই করা হয়নি।ফলে বিলসমূহ যথাসময়ে আদায় না হওয়ায় ব্যাংক আর্থিক ক্ষতির সন্মুখীন।

- বিল ক্রয়ের অনুমোদন পত্র অনুযায়ী ক্রয়কৃত বিলের মূল্য দ্বারা শুধুমাত্র মেয়াদ উত্তীর্ণ বিলের দায় সমন্বয়ের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও শাখা কর্তৃক উক্ত নির্দেশনা অমান্য করে বিলমূল্য গ্রাহকের চলতি হিসাবে ক্রেডিট করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইড লাইন এর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন, ভলিউম-১ এর ১৩ নং ধারা মোতাবেক রপ্তানী মূল্য ১২০ দিনের (৪ মাস) মধ্যে প্রত্যাবাসিত হতে হবে। কিন্তু বিলসমূহ প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় ক্রয়কৃত বিলের টাকা অনাদায়ী রয়েছে।

খ) বিসমিল্লাহ গ্রুপের মেসার্স আফরোজ স্পিনিং মিলস (প্রাঃ) লিঃ এর মালিক জনাব খাজা সোলায়মান আনোয়ার চৌধুরী এর মালিকানাধীন মেসার্স আলপা কম্পোজিট টাওয়েলস লিঃ এর একসেপ্টেন্স এর ভিত্তিতে শাখা কর্তৃক বিলসমূহ ক্রয় করা হয়। এক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক কোন মঞ্জুরী গ্রহণ করা হয়নি।

- এ্যাডভাইজিং ব্যাংক, ইস্যুইং ব্যাংক এবং এক্সেপ্টেন্স প্রদানকারী ব্যাংক একই ব্যাংক হওয়ায় ঋণপত্রের সঠিকতা যাচাই করা হয়নি এবং ঋণপত্রের সঠিকতাও যাচাই না করে বিলসমূহ ক্রয় করা হয়েছে। ফলে এ্যাকোমেডেশন বিলের মাধ্যমে অর্থ বের করার বিষয়টি সন্দেহের উর্ধ্বে নয়।

গ) বৈদেশিক ক্রেতার এক্সপোর্ট কন্ট্রাক্ট ও এলসিসমূহের উপর স্থানীয় দেয় বিভিন্ন ব্যাংকের একসেপ্টেন্স এর ভিত্তিতে মেসার্স প্রাইম টেক্সটাইল স্পিনিং মিলস (প্রাঃ) লিঃ এর অনুকুলে বিলসমূহ ক্রয় করা হয়।এক্ষেত্রে এক্সপোর্ট কন্ট্রাক্ট ও এলসিসমূহের সঠিকতা যাচাই করা হয়নি।

- নি.বি. ৪০৭/১২ মোতাবেক ০১-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখের পর হতে ক্রয়কৃত রপ্তাণী বিলের মেয়াদ উত্তীর্ণ দায় থাকলে বিল ক্রয় করা যাবে না মর্মে নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও ০১-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে অনিয়মিতভাবে বিল ক্রয় করা হয়েছে।রপ্তানী প্রত্যাবাসিত না হওয়াতে ক্রয়কৃত বিল মূল্য অনাদায়ী আছে।

অনিয়মের কারণঃ

- এক্সপোর্ট কন্ট্রাক্ট ও এলসিসমূহের সঠিকতা ছাড়া মেসার্স পবন টেক্সটাইল মিলস লিঃ, মেসার্স আফরোজ স্পিনিং মিলস (প্রাঃ) লিঃ এবং মেসার্স প্রাইম টেক্সটাইল স্পিনিং মিলস (প্রাঃ) লিঃ এ স্থানীয় রপ্তানী বিল ক্রয় করায় এবং যথাসময়ে আদায়ে ব্যর্থতায় বর্ণিত সর্বমোট ৩৭,৮০,৩২,৯১৬ টাকা ক্ষতির সন্মুখীন **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট "৭" এ দেখানো হল)**।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- তাৎক্ষনিক জবাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জানানো হয় যে, এলসির সঠিকতা ও একসেপটেন্স এর সঠিকতা যাচাই করে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গ্রহণ করেই বিল সমূহ ক্রয় করা হয়েছে। অনাদায়ী বিলমূল্য আদায়ের জন্য এলসি ইস্যুকারী ব্যাংকে তাগাদা পত্র প্রদানসহ বাংলাদেশ ব্যাংককেও অবহিত করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়, অনিয়মিতভাবে বিলসমূহ ক্রয় করা হয়েছে যা অতি আদায় করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়ম উল্লেখপূর্বক সচিব বরাবর ২৭-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অগ্রীম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৩০-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়।এর পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের ৪-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পত্রে জানানো হয় প্রাইমটেক্সাটাইল স্পিনিং মিলস্ এর রপ্তানী বিলের টাকা সমস্বয় হয়েছে। অন্য দুইজন গ্রাহক সম্পর্কে মতামত রাখা হয়নি। এই অফিসের ০৬-০১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের প্রতিউত্তরে আপত্তিকৃত টাকা সম্পূর্ণ আদায় করার জন্য বলা হলেও পরবর্তী কোন অগ্রগতি জানা যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- অনাদায়ী অর্থ অনতিবিলম্বে আদায় করে নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হল।

অনুচ্ছেদ-৮।

শিরোনামঃ রপ্তানী এলসি/চুক্তিপত্র লিয়েন রেখে ব্যাক টু ব্যাক এলসির বিপরীতে সৃষ্ট ডিমান্ড ঋণ/পিএডি এর মূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় অনাদায়ী ৪০২৪.৪৭ লক্ষ টাকা।

বিবরণ:

জনতা ব্যাংক লি: মগবাজার কর্পোরেট শাখা ঢাকার ২০০৯-২০১২ সালের হিসাব ১০-০৬-২০১৩ খ্রি: হতে ০২-০৭-২০১৩ খ্রি: সময়সীমার মধ্যে হিসাব নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং-এজিএম/আইটিডি (এক্সপোর্ট)/বিবিএলসি নীতিগত/ট্রাউজার ওয়ার্ল্ড/০৭(৪) তারিখঃ ১১/০৯/২০০৭খ্রিঃ এর মাধ্যমে গ্রাহককে রপ্তানী ঋণপত্র লিয়েন রাখার শর্তে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র প্রতিষ্ঠার নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়। পত্র নং-এফটিডি/ ট্রাউজার/ বিবিএলসি/ নোশনাল/ ১১/২৯ তারিখঃ ২১-০৮-২০১১ খ্রিঃ এর পূর্বেভোগ করা ৫০লক্ষ মাঃডলার এর লিমিট বর্ধিত করে ৭৬.০০ লক্ষ মাঃডলার করা হয় এবং পত্র নং-এফটিডি/ ট্রাউজার/ বিবিএলসি/ নোশনাল/ ১২/৩০ তারিখঃ ২৬-০৮-২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে উক্ত লিমিট ৩১-০৭-২০১৩ খ্রিঃ মেয়াদে নবায়ন প্রদান করা হয়।
- উপরোক্ত অনুমোদনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময় গ্রাহকের নামে রপ্তানি চুক্তিপত্র/এলসি লিয়েন রেখে ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলা হয় এবং এর বিপরীতে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। কিন্তু স্বীকৃত বিলের মেয়াদ শেষ হলেও রপ্তানী ব্যর্থতার কারণে গ্রাহকের অনুকূলে ডিমান্ড ঋণ সৃষ্টি করে স্বীকৃত ঋণ পত্রের দায় পরিশোধ করা হয়। ঋন সৃষ্টির সময় গ্রাহক কর্তৃক উক্ত দায় কেন সমন্বয় করা হলোনা তার কারণ উল্লেখ করা হয়নি। বর্তমানে ১৩৭টি পিএডির দায়-=২৮,৭৮,৬২,০৮০ টাকা।
- প্রধান কার্যালয়ের ফরেন ট্রেড ডিপার্টমেন্ট এর পত্র নং-(১) এফটিডি/ট্রাউজার/পিসি/১২/২৭৭ তারিখঃ ০৯/১২/১২খ্রিঃ ও পত্র নং-এফটিডি/ট্রাউজার/পিসি/১৩/০৫ তারিখঃ ০৮-০১-১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে রপ্তানী চুক্তি পত্র নং-PRIMARK/18/12,DATE-23.10.12,$-11,47,414.00 এর বিপরীতে (৬০,০০,০০০+৬০,০০,০০০) =১,২০,০০,০০০ টাকা, এবং (২)পত্র নং-এফটিডি/ট্রাউজার/পিসি/১৩/১৫ তারিখঃ ১৩-০১-১৩ খ্রিঃ ও (২)পত্র নং-এফটিডি/ট্রাউজার/পিসি/১৩/১৫ তারিখঃ ১৩-০১-১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে রপ্তানী চুক্তি পত্র নং-TWPL-01/Karl Riker-01/2012 DATE-10.12.12,$-6,41,511.60 ও এর বিপরীতে প্যাকিং ক্রেডিট অনুমোদন করে। উক্ত এলসি/চুক্তিপত্রের মালামাল রপ্তানী করা হলেও রপ্তানী মূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় উক্ত পিসি দায় সমন্বয় করা হয়নি। বর্তমানে প্যাকিং ক্রেডিড ঋণের মেয়াদউত্তীর্ণ দায়-৫,৯৫,৯২,৭২১ টাকা।
- প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে বর্ণিত গ্রাহক রপ্তানী চুক্তিপত্র/এলসির মাধ্যমে রপ্তানী কার্যক্রম করে। রপ্তানীকৃত ১৩টি এফডিবিপি ও ১৮টি এফডিবিসি বিলের মেয়াদ ইতিমধ্যে শেষ হলেও এর মূল্য প্রত্যাবাসিত হয়নি। বর্তমানে এফডিবিপি মেয়াদউত্তীর্ণ দায়-৩,০৯,১৬,২৩৬ টাকা ও এফডিবিসি মেয়াদউত্তীর্ণ দায়-২,৪০,৭৫,৪৯৯ টাকা।

অনিয়মের কারণঃ

- শাখার গ্রাহক মেসার্স ট্রাউজার ওয়ার্ল্ড (প্রাঃ) লিঃ এর নিকট রপ্তানী এলসি/চুক্তিপত্র লিয়েনরেখে ব্যাক টু ব্যাক এলসির বিপরীতে সৃষ্ট ডিমান্ড ঋণ/ পিএডি, এফডিবিপি, এফডিবিসি ও পিসি ঋণের সর্বমোট =৪০,২৪,৪৬,৫৩৬ টাকা মেয়াদউত্তীর্ণ দায় সৃষ্টি হয়েছে **(যার বিবরন পরিশিষ্ট " ০৮" এ প্রদর্শিত)।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- জবাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানান যে, গ্রাহকের নিকট হতে ১১,২১,১২,৪২৪ টাকা আদায় করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ আদায়ের স্বপক্ষে কোন প্রমানক সংযুক্ত করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়ম উল্লেখপূর্বক সচিব বরাবর ২৩-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৫-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৫-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৯-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। শাখার জবাবে জানানো হয় যে,ইতোমধ্যে ২৯,৪৩,৯৬,৩৯৪ টাকা আদায় হয়েছে। অবশিষ্ট টাকা আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত আছে। এই অফিসের ২৯-০৪-১৪ খ্রিঃ তারিখের প্রতিউত্তরে সমুদয় টাকা আদায় করে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের কথা জানানো হলেও পরবর্তী আর কোন অগ্রগতি জানা যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- রপ্তানীর যথার্থতা যাচাই না করে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন ও এফডিবিপি ক্রয়ের সাথে জড়িত এবং আদায়ে ব্যর্থ কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ঋণের অবশিষ্ট টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ-৯।

শিরোনামঃ প্রকল্প ঋণ, সিসি(হাইপো)ঋণ এবং ডিমান্ড লোনের অনাদায়ী ৪১২.৪৩ লক্ষ টাকা কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের পাওনা আদায় অনিশ্চিত।

বিবরণঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা, বিবি এভিনিউ, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব ০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৯-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বার্ষিক সমাপনী বিবরণী, প্রকল্প ঋণ, সিসি (হাইপো) ঋণ, এলসি ও এলসি রেজিষ্টার, স্টেটমেন্ট ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র হতে দেখা যায় যে,

- মেসার্স চৌধুরী লিঙ্ক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ ২৫-০৫-২০০৫ খ্রিঃ তারিখ হতে প্রকল্প ঋণ, ২৫-৫-২০০৫ খ্রিঃ তারিখ হতে সিসি (হাইপো) ঋণ এবং ২০০৮ সাল হতে এলসি সুবিধা ভোগ করে আসছে। ১০-০২-২০১০ খ্রিঃ তারিখ গ্রাহকের সবগুলো ঋণ একীভূত করে কোন ডাউনপেমেন্ট গ্রহণ ব্যতীত ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ৪.৩৪ লক্ষ টাকা কিস্তি পরিশোধ নির্ধারণ করে সেপ্টেম্বর/২০১৫ মেয়াদে পুনঃতফসিল করা হয়। কিন্তু শর্ত অনুযায়ী কিস্তি পরিশোধ না করায় উক্ত সুবিধা এমনিতেই বাতিল হয়ে যায়।
- পুনঃতফসিল সুবিধা গ্রহণের পর কিস্তিসমূহ সঠিকভাবে পরিশোধ না করা সত্ত্বেও ৩০-০৬-২০১১ খ্রি" হতে ২৩-০৮-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে মোট নয়(৯)টি এলসির বিপরীতে ১৬৫.৬৫ লক্ষ টাকার ডিমান্ড লোন সৃষ্টির মাধ্যমে দায় সৃষ্টি করা হয়েছে, যা ১৩-০১-২০০৩ খ্রিঃ তারিখের বিসিডি সার্কুলার -১ এর পরিপন্থী।
- বিটিবি এলসি খোলার ক্ষেত্রে ঋণসীমা (লিমিট), রপ্তানী এলসির সঠিকতা, রপ্তানী এলসি ইস্যুকারী ব্যাংকের রেপুটেশন, বিদেশী বায়ারের সন্তোষজনক ক্রেডিট রিপোর্ট, গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের জনবল, ফ্যাক্টরীর উৎপাদন ক্ষমতা, শিপমেন্ট ডেট, লিড টাইম ইত্যাদি বিবেচনায় না এনে শুধুমাত্র গ্রাহকের অনুরোধে একের পর এক বিটিবি এলসি স্থাপন করা হয়েছে। ফলে বার বার রপ্তানী ব্যর্থতায় ডিমান্ড লোন সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যাংকের ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।
- ডিমান্ড লোনের বিপরীতে ষ্টকলটে পরিণত হওয়া মালামালের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত পরিদর্শন প্রতিবেদন/ষ্টক রিপোর্ট নথিপত্রে পাওয়া যায়নি।
- সিসি(হাইপো) ঋণের এবং ডিমান্ড লোনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার জামানত রাখা হয়নি এবং প্রকল্প ঋণের বিপরীতে রক্ষিত জামানত পর্যাপ্ত নয়, ফলে ঋণ আদায় ঝুঁকিপূর্ণ।
- ঋণ মঞ্জুরীর শর্তানুযায়ী গ্রাহকের ঋণ পরিশোধে অনীহা এবং শাখা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথ তদারকী না করার কারনে ঋণসমূহ কু-ঋণে পরিণত হয়ে ক্ষতিতে পরিণত হয়েছে। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন বন্ধ রয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

- দীর্ঘদিন ধরে উৎপাদন বন্ধ প্রকল্পের একীভূত প্রকল্প ঋণ, সিসি (হাইপো) ঋণ এবং ডিমান্ড লোনের অনাদায়ী ৪,১২,৪৩,২৩৭ টাকা কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের পাওনা আদায় অনিশ্চিত **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট "৯/১** ও **৯/২"এ দেখানো হল)**।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- তাৎক্ষনিক জবাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জানানো হয় যে, গ্রাহকের রপ্তানী কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গ্রাহকের অনুরোধে ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলার সুযোগ প্রদান করা সত্বেও গ্রাহক যথাযথভাবে রপ্তানী করতে ব্যর্থ হয়েছে। ঋণ দায় আদায়ে অতি শিঘ্রই আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব স্বীকৃতিমূলক ।
- উল্লিখিত অনিয়ম উল্লেখপূর্বক সচিব বরাবর ২৫-০৯-২০১৩খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৫-১১-২০১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৩০-০১-২০১৪খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। ১২-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহকের বিভিন্ন দায়ের বিপরীতে গৃহীত জামানত একীভূত করে ব্যাংকের অনুকূলে ৩,৬৭,৮২,০০০ টাকার রেজিস্টার্ড মর্টগেজ গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রাহক ঋণ পরিশোধ করার লক্ষ্যে বিদ্যমান দায়সমূহ পুন:তফসিল করত পুনরায় শাখার মাধ্যমে করা আবেদন প্রধান কার্যালয়ের এসএম ই ডিপার্টমেন্টে প্রেরণ করা হয়েছে এবং তা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া গ্রাহকের হিসাবে খেলাপি দায় আদায়ের লক্ষ্যে বারংবার পত্র প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে। জবাব গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক সমুদয় টাকা আদায়ের সমর্থনে প্রমাণকসহ জবাব দেয়ার জন্য ০৩-০৪-২০১৪খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর দেয়া হয়। কিন্তু পরবর্তী অগ্রগতি জানা যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- অনাদায়ী অর্থ আদায় পূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১০।

শিরোনামঃ এলডিবিপি (লোকাল ডকুমেন্ট বিল পারচেজ) দায়ের ১৪৬৫৭.১২লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।

বিবরণঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা, বিবি এভিনিউ, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব ০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৯-০৬--২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ঋণ নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- সোনালী ব্যাংক লিঃ, রূপসী বাংলা কর্পোরেট শাখা,ঢাকার গ্রাহক হলমার্ক ফ্যাশন লিঃ এবং এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান সমূহের অনুকূলে স্থাপিত রপ্তানী ঋণপত্রের বিপরীতে ডকুমেন্ট বিলসমূহ জনতা ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখার গ্রাহকসমূহের (পরিশিষ্টে উল্লেখিত) অনুকূলে এক্সসেপটেন্স এর ভিত্তিতে জনতা ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা কর্তৃক ক্রয় করা হয়।
- ইস্যুইং ব্যাংক, এ্যাডভাইজিং ব্যাংক ও এক্সসেপটেন্স প্রদানকারী ব্যাংক একই ব্যাংক হওয়ায় ঋণপত্রের সঠিকতা যাচাই করা হয়নি। ঋণপত্র সঠিকতা যাচাই না করে এবং বেনিফিসিয়ারী পার্টি শাখার গ্রাহক না হওয়া সত্ত্বেও লোকাল বিল ক্রয় করা ব্যাংকের বিধির পরিপন্থী।
- দায় সৃষ্টির পাশাপাশি ব্যাংকের স্বার্থে বন্ধকী জামানত সম্পত্তি গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয়নি। ফলে জামানত বিহীন ব্যাংকের পাওনা নিশ্চিত ক্ষতির সম্মুখীন।

অনিয়মের কারণঃ

- অনিয়মিতভাবে মেসার্স ব্রডওয়ে স্পিনিং লিঃ, মেসার্স অনন্ত কটন মিলস্ লিঃ, মেসার্স মাস্টার কটন ইয়ার্ণ লিঃ, মেসার্স সিনথেটিক ইয়ার্ণ লিঃ, এবং মেসার্স সাউথ কম্পোজিট লিঃ, এর অনুকূলে স্থাপিত রপ্তানী ঋণপত্রের বিপরীতে ডকুমেন্ট বিল ক্রয়ের মাধ্যমে ১৪৬,৫৭.১২,৪৩২ টাকা ব্যাংকের দায় সৃষ্টি করা হয়েছে, যা আদায়ের সম্ভাবনা ক্ষীন। **(বিবরণ পরিশিষ্ট "১০" এ দেখানো হল।)**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- তাৎক্ষনিক জবাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জানানো হয় যে, উক্ত অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে পাঁচজন বেনিফিসিয়ারী এবং সোনালী ব্যাংককে বিবাদী করে গত ০৯-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- সৃষ্ট ঋণ দায় সমন্বয়ের নিমিত্তে মামলার নিবিড় তদারক করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়ম উল্লেখপূর্বক সচিব বরাবর ২৫-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৫-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৩০-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। ১২-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, সোনারী ব্যাংক সহ সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের বিরুদ্ধে গত ০৯-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে । জবাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সোনালী ব্যাংকের সাথে নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে জড়িত টাকা আদায় করে সমন্বয় করার জন্য ০৩-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর দেয়া হয়। কিন্তু পরবর্তী অগ্রগতি জানা যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- আপত্তিকৃত অর্থ আদায়সহ জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষা অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

৫—

অনুচ্ছেদ-১১।

শিরোনামঃ পর্যাপ্ত পরিমাণ জামানত/সহজামানত না থাকা সত্ত্বেও LTR ও PAD সুবিধা প্রদান করায় ব্যাংকের ক্ষতি ২৯২৬২.০০ লক্ষ টাকা

বিবরণঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ স্থানীয় কার্যালয় ঢাকার ২০১২ সালের হিসাব ৩-০২-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১০-০৪-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে আমদানী বিভাগের ঋণ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে,

- জনতা ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন নং সূত্র/বোর্ড/লেটার/২৩১৮/২০১০ তারিখ ২৪-১২-২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে স্থানীয় কার্যালয়ের গ্রাহক মেসার্স ঢাকা ট্রেডিং হাউস এর নামে স্থানীয় মালামাল সংগ্রহ/আমদানীর নিমিত্তে ৫% মার্জিনে ২৫০,০০,০০,০০০ টাকার নোশনাল এলসি লিমিট ও এর বিপরীতে আমদানী এবং মালামাল ছাড় করণের জন্য ১(এক) বৎসর মেয়াদে ২০০,০০,০০,০০০ টাকার এলটিআর লিমিট (এলসি এবং এলটিআর) মিলিয়ে সর্বমোট ৩৪০,০০,০০,০০০ টাকার বেশী হবে না) মঞ্জুর করা হয়। মঞ্জুরীপত্র হতে দেখা যায় মঞ্জুরীর পূর্ব হতেই গ্রাহক এলটিআর সুবিধা ভোগ করে ছিলেন। মঞ্জুরীর সময় এর দায় ছিল ২০০,৭০,৫০,৩০০ টাকা।
- গ্রাহক আমদানী এলসি নং-০০৯৩১১০১২৪৫৪, ০০৯৩১১০১২২৯৭ ও ০০৯৯১১০০১১৭৭০ এর মাধ্যমে ভারত থেকে ৩২০৯৮ মেঃটন চিনি আমদানী করেন। আমদানীকৃত মালামাল ছাড়করণের জন্য ৪-১০-১১, ২০-১০-১১, ৪-১১-১১ ও ১০-৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখে ৬টি এলটিআর সৃষ্টি করা হয়। এছাড়া স্থানীয় এলসি নং-০০৯৩১২০১০৬৬১, ০০৯৩২০১০৬৬৩ ও ০০৯৩১২০১০৬৭০ এর মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে =১৩৬০০ মেঃটন chick peas ক্রয় করেন, এর বিল পরিশোধের জন্য গ্রাহকের নামে ২৯-০৩-১২খ্রিঃ, ০১-০৪-১২খ্রিঃ ও ০৩-০৪-১২ খ্রিঃ তারিখে ৩টি পিএডি (PAD) সৃষ্টি করা হয়। সৃষ্ট LTR ও PAD এর বিপরীতে সংগৃহীত মালমাল বিক্রয় করে এর দায় সমন্বয়যোগ্য, কিন্তু গ্রাহক উক্ত PAD এর মালামাল বিক্রয় করলেও এর দায় সমন্বয় হয় নাই। LTR এর বিপরীতে সংগৃহীত মালামাল দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও বিক্রয় করা হয় নাই।

অনিয়মের কারণঃ

- LTR ও PAD এর বিপরীতে জামানত/সহজামানতের পরিমাণ মাত্র ১১,৬০,০০,০০০ টাকা, যা অপেক্ষা ঋণের পরিমাণ প্রায় ২৩.৩৪ গুণ বেশী। পর্যাপ্ত পরিমাণ জামানত/সহজামানত না থাকা সত্ত্বেও LTR ও PAD সুবিধা প্রদান করায় ব্যাংকের ক্ষতি =২৯২,৬২,০০,০০০ টাকা **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১১" এ দেখানো হল)**।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- জবাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানান যে, নির্ধারিত সময়ে গ্রাহক দায় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় গ্রাহকের এলটিআর এবং পিএডি হিসাব সমূহ ইতোমধ্যে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে। গ্রাহকের সাথে পাওনা অনাদায়ের ব্যাপারে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে। গ্রাহক মৌখিকভাবে জানিয়েছেন মেয়াদোত্তীর্ণ দায় সমূহ সমন্বয় কল্পে অতি শীঘ্রই পুন: তফসিল করবেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ আমদানীকৃত মালামালের উপর ব্যাংকের কোন তত্ত্বাবধান না থাকায় গ্রাহক কর্তৃক মালামাল বিক্রয় করা হলেও টাকা আদায় না হওয়া ব্যাংকের ব্যর্থতা। মৌখিকভাবে কোন কথা গ্রহণযোগ্য নয়, পুন: তফসিল মানেই টাকা আদায় নয়। শ্রেনীকরণ করে দায়িত্ব এড়ানো যাবে না। এত কম জামানত গ্রহণ করে বিপুল পরিমাণ মালামাল আমদানীর সুযোগ দেয়ার পর ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে মালামাল বিক্রয়করে টাকা জমা করার দরকার ছিল, কিন্তু ব্যাংক মালামালের উপর তদাকরী না করায় গ্রাহক মালামাল বিক্রয়করে টাকা জমা না দেয়ার সুযোগ পেয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়ম উল্লেখপূর্বক সচিব বরাবর ২১-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অগ্রীম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৯-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১২-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। ০৭-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, বিভিন্ন সময়ে গ্রাহক কর্তৃক দেয় চেক নগদায়নের জন্য উপস্থাপন করা হলেও তহবিল স্বল্পতার জন্য ডিজঅনার হয়। গ্রাহকের বন্দকী সম্পত্তি বিক্রয়ের নিমিত্তে দৈনিক প্রথম আলোতে নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এছাড়া অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ১২(৩) ধারা মোতাবেক ০৯-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ৩৪০,৩৩,৭১,৬১৮ টাকার মামলা দায়ের করা হয়েছে। জবাব সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হয়নি। মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে গ্রাহকের বিরুদ্ধে অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ১২(৩) ধারা মোতাবেক ০৯-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মামলা দায়ের করা হলেও মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি বিধায় মামলার নিবিড় তদারকির মাধ্যমে দ্রুত নিষ্পত্তি করতঃ অনাদায়ী সমুদয় টাকা আদায় করে জবাব দেয়ার জন্য ০১-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর দেয়া হয়। কিন্তু পরবর্তী অগ্রগতি জানা যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- আপত্তিকৃত অর্থ আদায়সহ জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষা অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ-১২।

শিরোনামঃ মেসার্স আনন্দ শিপইয়ার্ড এন্ড শ্লিপওয়েজ লিঃ এর নিকট প্রকল্প, সিসি ও এলটিআর ঋণের অনাদায়ী ১৯১৪৩.৭৭ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।

বিবরণঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব ৩-০২-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৭-০৪-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে প্রকল্প ঋণ বিভাগের নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- মেসার্স আনন্দ শিপইয়ার্ড এন্ড শ্লিপওয়েজ লিঃ কে ২৫-০৪-২০১০ খ্রিঃ তারিখের ১৩৯তম বোর্ড সভায় প্রকল্প ঋণ বাবদ ৮৮,১৪,৭৯,০০০ টাকা সিসি(হাইপো) বাবদ ৪০,০০,০০,০০০ টাকা এবং ২০-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখের ১৬০তম বোর্ড সভায় এলটিআর ঋণ বাবদ ৫০,০০,০০,০০০ টাকার ঋণ মঞ্জুর করা হয়, যার মেয়াদ যথাক্রমে ১৫-০৬-১১ ও ৩০-১১-১১ খ্রিঃ তারিখ নির্ধারণ করে প্রকল্প ঋণের কিস্তি সেপ্টেম্বর/১১ হতে জমা দেয়ার জন্য অনুমোদন দেয়া হয়। পরবর্তীতে লেনদেন না করে গ্রাহক নবায়নের জন্য আবেদন করেন। লেনদেন না করা সত্ত্বেও গ্রাহককে আবেদনের প্রেক্ষিতে এক বছর সময় বৃদ্ধি করে ১৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ ও ৩০-১১-২০১২ খ্রিঃ মেয়াদে নবায়ন দেয়া হয়।
- গ্রাহক বেসিক ব্যাংক, শান্তিনগর শাখা,ঢাকা হতে ৪৫,৩১,৭১,০০০ টাকার টার্মলেন গ্রহণ করেন । জনতা ব্যাংক লিঃ যখন উক্ত ঋণ অধিগ্রহণ করে তখন মোট দায় ছিল ৫০,১৪,৭৯,০০০ টাকা । এতে প্রতীয়মান হয় যে, গ্রাহক উক্ত ব্যাংকের সাথে যথাযথ লেনদেন করেনি।গ্রাহকের উক্ত ব্যাংকের নন ফান্ডেড দায় অর্থাৎ ব্যাংক গ্যারান্টি লিমিট ১,০০,০০,০০০ টাকার স্থলে দায় ৭,৬৫,৫০,০০০ টাকা ছিল । বেসিক ব্যাংকের ৫০,১৪,৭৯,০০০ টাকা পরিশোধ করে জনতা ব্যাংক লিঃ লোকাল অফিস উক্ত গ্রাহককের দায় অধিগ্রহণ করেছে ।
- জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের সিইও এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর স্মারক লিপি নং-২৩১/১১ এর পৃষ্ঠা নং-৩ হতে জামানত বিষয়ক মতামত হতে দেখা যায় গ্রাহকের সহজামানত মূল্যের ঘাটতির পরিমাণ রয়েছে ১২৭,৭৭,১২,০০০ টাকা।
- সুদসহ গ্রাহকের প্রকল্প ঋণের দায় (লেনদেন না করায়)= ৯৫,৬৬,৮০,৯৩৬ টাকা হলেও ০৯-০২-১২খ্রিঃ তারিখে ৩,৩৪,৩১,৪৬২ টাকা ও ১২-০৪-১২ খ্রিঃ=১১,৬০,০৯২ টাকা উত্তোলনের সুযোগ দেয়া হয় এবং নতুন নতুন এলটিআর সৃষ্টি করে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।যা খেলাপী গ্রাহককে আনুকূল্য প্রদর্শনের সামিল ।
- প্রকল্পে স্থাপিত যন্ত্রপাতি/স্থাপিতব্য যন্ত্রপাতি, স্থাপনাসমূহ, কাচামাল, উৎপাদিত পণ্য সকল প্রকার বীমা ঝুকি কভার করে বীমা সম্পাদন করার পর ঋণ বিতরণের শর্ত থাকা সত্ত্বেও বীমা করা হয়নি।
- গ্রাহক এলটিআর নং-১৭/১১ ও ১৮/১১ সমন্বয় এবং সিসি(হাইপো)ঋণের দায় সমন্বয়ের জন্য ২৫-০৬-১২খ্রিঃ, ২৮-০৬-১২খ্রিঃ ও ৩০-৬-১২ খ্রিঃ তারিখে স্মারক যুক্ত তিনটি চেক দাখিল করেন। ২৫-০৬-১২ খ্রিঃ তারিখ যুক্ত ১,৬৭,২৫,০০০ টাকার (ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, কাওরান বাজার শাখার চেক নং (৮২৪৪০৬০) চেকটি সিসি(হাঃ) ঋণের দায় সমন্বয়ের জন্য ব্যাংকে জমা করা হলে গ্রাহকের হিসাবে টাকা না থাকায় তা প্রত্যাখান হয়। উক্ত ব্যাপারে কোন প্রকার ব্যবস্থা ব্যাংক কর্তৃক অদ্যাবধি গ্রহণ করেনি। বাকী দুটি চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা করা হয়নি।
- গ্রাহকের এলটিআর নং-১৭/১১, ১৮/১১, ২১/১১, ২২/১১, ২৪/১১ এর মেয়াদ ২৪-০৫-১২খ্রিঃ, ২৫-০৫-১২খ্রিঃ, ০৫-০৬-১২খ্রিঃ, ০৫-০৬-১২খ্রিঃ, ০৩-০৬-১২ খ্রিঃ তারিখে মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও আদায় না করে উক্ত তারিখের পরও এলটিআর ঋণ প্রদান করা হয় এবং এলটিআর বাবদ ৪৭,৩৬,৯৮,১০৩ টাকা অনাদায়ের সৃষ্টি হয়। সুতরাং গ্রাহকের এর নিকট প্রকল্প, সিসি ও এলটিআর ঋণের অনাদায়ী ১৯১,৪৩,৭৭,০৪২ টাকা আদায় অনিশ্চিত।

অনিয়মের কারণঃ

- নবায়ন করা সত্ত্বেও গ্রাহক ২৮-০২-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত লেনদেন হতে বিরত থাকায় বর্তমানে প্রকল্প, সিসি ও এলটিআর ঋণের ১৯১,৪৩,৭৭,০৪২ টাকা আদায় অনিশ্চিত **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট " ১২" এ বর্ণিত)**।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- জবাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানান যে, শাখার ঋণ সমীক্ষা কমিটির সুপারিশ ও ক্রেডিট কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে ২৫-৪-২০১০ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প ঋণ ও সিসি (হাইপো) ঋণ বাবদ যথাক্রমে ৮৮১.৪৭৯ মিলিয়ন ও ৪০০.০০০ মিলিয়ন টাকা এবং ২০-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখে ৫০০.০০০ মিলিয়ন টাকার এলটিআর মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-৬-২০১২খ্রিঃ ও ৩০-১১-২০১২খ্রিঃ মেয়াদে যথাক্রমে সিসি (হাইপো) এলটিআর হিসাব নবায়ন করা হয়। উক্ত হিসাবদ্বয় নবায়নের পর এলটিআর ও সিসি হিসাবে লেনদেন করা হয়েছে। অন্য ব্যাংক থেকে অধিগ্রহনের সময় গ্রাহকের পূর্বের ব্যাংকের অশ্রেণীকৃত টার্ম লোনের দায় ৫০১.৪৭৯ মিলিয়ন টাকা ছিল। কোন নন ফান্ডেড দায় আনয়ন করা হয়নি এবং ফান্ডেড দায় ১৭৮১.৪৭৯ মিলিয়ন টাকার বিপরীতে সহজামানত ছিল ২৪৪৫.৪২৯ মিলিয়ন টাকা । প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৈদেশিক মেশিনারীর জন্য উক্ত সরবরাহকারীকে মূল্য পরিশোধের জন্য ৯-২-২০১২খ্রিঃ তারিখে ৩৩.৪৩১

মিলিয়ন টাকা এবং উক্ত এলসির বিপরীতে ১০% রিটেনশন মানি পরিশোধের জন্য ১২-৪-২০১২খ্রিঃ তারিখে ১.১৬০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়। প্রকল্প সম্পত্তির বীমা করার জন্য বলা হয়েছে ।

- এলটিআর লিমিটি এর মেয়াদ সীমা ২৬-১০-২০১২খ্রিঃ এর মধ্যে বৈদেশিক মেশিনারী আমদানীর লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত এলটিআর এর বিপরীতে এলসির শর্ত মোতাবেক আমদানীকৃত মেশিনারীর মূল্য পরিশোধের লক্ষ্যে এলটিআর এর হিসাব মেয়াদ শেষ হলেও এলটিআর লিমিট এর মেয়াদ থাকায় ঋণ বিতরণ কোন অনিয়ম হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব সন্তোষজনক নয়। যে গ্রাহক প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ব্যাংককে ধোকা দিয়েছে এবং ঋণের শর্ত মোতাবেক লেনদেন করেননি এমনকি নবায়নের মাধ্যমে গ্রাহককে সুযোগ দিলেও তা তিনি পরিপালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাকে অন্য কোন সুযোগ দেয়া যুক্তিযুক্ত নয়। ব্যাংকের পত্রেই বলা হয়েছে সহজামানত ঘাটতি রয়েছে যেখানে জামানতের বিষয়ে তাদের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। জামানত ঘাটতি থাকা অবস্থায় নতুন নতুন এলটিআর এর সুযোগ বন্ধ করার দরকার ছিল, যা করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়ম উল্লেখপূর্বক সচিব বরাবর ২১-০৭-২০১৩খ্রিঃ তারিখে অগ্রীম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৯-০৯-২০১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১২-১২-২০১৩খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। ০৭-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে এই কার্যালয়ের মন্তব্য হলো মঞ্জুরিপত্রের শর্ত উপেক্ষা করে জামানত ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত ঋণ প্রদান, নিয়মিত লেনদেন না করা সত্ত্বেও বারবার অনিয়মিতভাবে নবায়ন করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এমতাবস্থায় অনাদায়ী ঋণের টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব দেয়ার জন্য ০১-১০-২০১৪খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর দেয়া হয়। কিন্তু পরবর্তী অগ্রগতি জানা যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- জড়িত সমুদয় টাকা আদায় করে সত্বর ব্যাংক তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ১৩।

শিরোনাম ঃ প্লেজ ঋণের মালামাল গ্রাহকের সাথে যোগসাজসে আত্মসাৎ করায় ঋণ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় ক্ষতি ১৮২.৩৭ লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ, এরিয়া অফিস, দিনাজপুর এবং তার আওতাধীন হিলি স্থলবন্দর শাখার ২০১১-২০১২ সালের হিসাব ১১-০২-২০১৩খ্রিঃ হতে ১৭-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ঋণের নথি-লেজার, ডিপি রেজিষ্টার, স্টক রির্পোট পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- জনাব মোঃ হাবিবুল সাজ্জাদ-এসইও, জনতা ব্যাংক লিঃ, হিলি স্থলবন্দর শাখায় ব্যবস্থাপকের দায়িত্বে থাকাকালীন শাখার গ্রাহক মেসার্স আল ইমরান রাইস ইন্ডাষ্ট্রিজ, প্রোঃ মোঃ মোত্তালেব খান এর নামে ১১-১১-২০১০খ্রিঃ তারিখে মঞ্জুরীকৃত প্লেজ ঋণের ৫০.০০লক্ষ টাকার বিপরীতে ৩১-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখের ষ্টক রিপোর্ট মোতাবেক ৭০,৪৩,২০০টাকা মূল্যমানের ৭৯৪ বস্তা ধান ও ৩৩১০ বস্তা ভুট্টা মজুদ ছিল। ১২-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে নবাগত ব্যবস্থাপক জনাব আমিরুল ইসলাম এর নিকট দায়িত্ব হস্তান্তরের পূর্ব পর্যন্ত প্লেজ গোডাউন হতে কোন মালামাল অন্তর্ভূক্ত বা বাহির হওয়ার কোন রেকর্ড নেই, অথচ শাখার দায়িত্ব হস্তান্তরকালে উভয়ের উপস্থিতিতে উক্ত গোডাউনে ৪০০ বস্তা ধান এবং ১০০ বস্তা ভুট্টা পাওয়া যায়। অর্থাৎ মজুত ঘাটতির পরিমাণ(৭৯৪-৪০০)=৩৯৪ বস্তা ধান ও (৩৩১০-১০০)=৩২১০ বস্তা ভুট্টা। ঘাটতিকৃত মালামালের মূল্য ৫৭,৫৬,৪৯৭ টাকা। একই গ্রাহকের সিসি (হাইপো) হিসাবে ২৩,৩৯,৫৬২ টাকামেয়াদ উত্তীর্ণ মন্দ/কুঋণ এর দায় পড়ে রয়েছে।
- (২) শাখার একই গ্রাহকের অপর প্রতিষ্ঠান মেসার্স প্রভা ট্রেডার্স, প্রোঃ মোঃ মোত্তালেব খান এর নামে ০৭-০৭-২০১০ খ্রিঃ তারিখে মঞ্জুরীকৃত ৩১-০৫-২০১১ খ্রিঃ মেয়াদে সিসি (প্লেজ) ঋণের ৭৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১,০৭,১৪,৪০০ টাকা মূল্যমানের ১৩৩৯৩ বস্তা রাইস ব্রান মজুদ ছিল। উক্ত এন্ট্রির পর ১২-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ডিপি রেজিষ্টারে আর কোন মালামাল অন্তর্ভূক্ত বা বাহির হওয়ার কোন রেকর্ড নেই। এছাড়া একই গ্রাহকের সিসি (হাইপো) হিসাবে ২৮,৯৮,৪০০ টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ মন্দ/কু ঋণ হিসেবে অনাদায়ী দায় পড়ে রয়েছে। ১২-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে শাখার দায়িত্ব হস্তান্তরকালে উক্ত গোডাউনে ১৩৩৯৩ বস্তা রাইস ব্রানের স্থলে ৫৩০০ বস্তা পাওয়া যায়। গুদামের অবশিষ্ট মাল বিক্রি করার পর ঋণ হিসাবে ৪৮,১০,৯৩১.০০ টাকা অসমন্বিত রয়েছে। বর্তমানে প্লেজ গুদামে আর কোন মাল নেই।
- (৩) এছাড়া শাখার একই গ্রাহকের অপর আরো একটি প্রতিষ্ঠান মে/ প্রভা ব্রিক্স, প্রোঃ মোঃ মোত্তালেব খান এর নামে ১৪-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখে মঞ্জুরীকৃত ৩০-০৯-২০১১খ্রিঃ মেয়াদে সিসি (হাইপো) ২০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৩০-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সুদ আসলে ২৪,৩১,৫৫৪.০০ টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ মন্দ/কুঋণ হিসেবে অনাদায়ী পড়ে রয়েছে। ঋণ হিসাবে কোন টাকা জমা ব্যতিরেকে ডেলিভারী অর্ডার ছাড়াই নিয়ন্ত্রনাধীন গুদাম হতে প্লেজ পণ্য ডেলিভারী দেওয়ায় ব্যাংক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।
- প্লেজ গুদাম ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে না থাকায় প্লেজ মাল অন্যত্র সরিয়ে আত্মসাৎ করায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ম্যানেজার ও আত্মসাৎকারী ঋণ গ্রহিতা দায়ী।

অনিয়মের কারণঃ

- প্লেজ ঋণের মালামাল খাতক ও ব্যাংক ব্যবস্থাপক যোগসাজসে সরিয়ে/পাচারপূর্বক আত্মসাৎ করায় ঋণ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি(৫৭,৫৬,৪৯৭ + ২৩,৩৯,৫৬২+৪৮,১০,৯৩১+২৮,৯৮,৪০০+২৪,৩১,৫৫৪) = ১,৮২,৩৬,৯৪৪.০০ টাকা **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১৩" এ দেখানো হল)**।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- এ বিষয়ে তদন্ত হয়েছে এবং বিভাগীয় ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- আত্মসাৎকৃত টাকা আদায় না হওয়ায় অডিটি প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত জবাব সন্তোষজনক হিসেবে গণ্য করা যায় না।

- উল্লিখিত অনিয়ম উল্লেখপূর্বক সচিব বরাবর ৩০-০৭-২০১৩খ্রিঃ তারিখে অগ্রীম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৪-০৯-২০১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৩১-১০-২০১৩খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। কিন্তু পরবর্তী অগ্রগতি জানা যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উক্ত আত্মসাৎকৃত টাকা আদায়সহ সংশ্লিষ্ট দায়ী ম্যানেজার ও জড়িত অন্যান্যদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪।

শিরোনাম ঃ ব্যাংক ম্যানেজার কর্তৃক গ্রাহকের স্বাক্ষর জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ২২.০৫ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ, এরিয়া অফিস, কুমিল্লা উত্তর অঞ্চল, কুমিল্লা এর আওতাধীন বাতাকান্দি শাখার ১৯৯৬-১২ সনের হিসাব ১০-০৬-১৩খ্রিঃ হতে ১২-০৬-১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ব্যাংকের বার্ষিক সমাপনী হিসাব বিবরণী, প্রতিবাদ যুক্ত বিলের হিসাব, জমার স্লিপ ও চেকের হিসাব যাচাইকালে দেখা যায় যে,

- প্রাক্তন ব্যাংক ম্যানেজার কর্তৃক ব্যাংকের গ্রাহক জনাব হযরত আলী এর সঞ্চয়ী হিসাব নং-১৭৪৮ হতে গ্রাহকের স্বাক্ষর জালিয়াতি করে গ্রাহকের নামে নূতন চেক বহি ইস্যু করে এবং নূতন ইস্যুকৃত চেকে স্বাক্ষর জালিয়াতি করে বিভিন্ন সময়ে ৪টি চেকে ১৯,৬০,০০০ টাকা এবং চার জন গ্রাহকের জমা স্লিপের টাকা ব্যাংক ম্যানেজার নিজে স্বাক্ষর করে গ্রহণ ও পরবর্তীতে গ্রাহকের হিসাবে জমা না করায় ২,৪৫,০০০ সহ মোট (১৯,৬০,০০০ + ২,৪৫,০০০)= ২২,০৫,০০০ টাকা আত্মসাৎ করে। যা ব্যাংক গ্রাহককে পরবর্তীতে পরিশোধ করে। সংশ্লিষ্ট গ্রহককে আপত্তিতে বর্ণিত টাকা প্রটেষ্ট বিল সৃষ্টি করে পরিশোধ করায় ব্যাংকের উক্ত টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

- প্রাক্তন ব্যাংক ম্যানেজার জনাব তাজুল ইসলাম কর্তৃক গ্রাহকের স্বাক্ষর জালিয়াতির মাধ্যমে নূতন চেক বহি ইস্যু ও ইস্যুকৃত চেকে গ্রহকের স্বাক্ষর জালিয়াতি করে নিজেই টাকা উত্তোলন করে এবং ব্যাংক গ্রাহকের জমার টাকা নিজে স্বাক্ষরের মাধ্যমে গ্রহণ করে গ্রহকের হিসাবে জমা না করে আত্মসাৎ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ২২,০৫,০০০ টাকা (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১৪" এ দেয়া হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানান যে, " বিষয়টি মামলাধীন, মামলার অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হবে"।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উল্লিখিত অনিয়ম উল্লেখপূর্বক সচিব বরাবর ০৬-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অগ্রীম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১১-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৯-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। ০২-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, প্রাক্তন ব্যাংক ম্যানেজার জনাব তাজুল ইসলামকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে এবং গ্রাহকের টাকা আদায়ের লক্ষ্যে প্রাক্তন ম্যানেজার জনাব তাজুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ আদালতে ১/০৪ নম্বরের মানি স্যুট মামলা দায়ের করা হয়েছে, যার শুনানীর দিন ১০-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ধার্য করা হয়েছিল। জবাব সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হয়নি। মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে মামলার নিবিড় তদারকি করে অগ্রগতি নিরীক্ষা অফিসকে জানানোর জন্য ২২-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- ক্ষতিকৃত অর্থ জরুরী ভিত্তিতে আদায়সহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে ফলাফল নিরীক্ষা অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫।

শিরোনামঃ রপ্তানী ব্যর্থতা সত্ত্বেও পুনঃ পুনঃ ব্যাক টু ব্যাক এলসি মঞ্জুর, প্রত্যাবাসিত অর্থে ডিমান্ড লোনের টাকা সমন্বয় না করা এবং প্রতিষ্ঠান বন্ধের কারণে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের ৯৩৭.৩৬ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।

বিবরণ ঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ, বৈদেশিক বিনিময় কর্পোরেট শাখা, সিডিএ এনেক্স ভবন, চট্টগ্রামের ২০০৮-১২ সালের হিসাব ০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ থেকে ০৬-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ সময়ে নিরীক্ষা কালে সিএল বিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট ঋণ নথি যাচাই করে দেখা যায় যে,

- প্রতিষ্ঠানটি কে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের ১১-০৯-০৭ ইং তারিখের মঞ্জুরী পত্র নং- এমএমএইচ/আইটিডি/এক্সপোর্ট/বৈঃবি-চট্ট/লিয়া/বিবি/ নীতিগতঅনুঃ/০৭/০৫ এর মাধ্যমে তৈরী পোষাক রপ্তানী ঋণপত্রের বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলার নীতিগত অনুমোদন দেয়া হয়। মঞ্জুরী পত্রের (গ) নং শর্ত মোতাবেক রপ্তানী বিলের ৩% হারে কর্তন পূর্বক প্রতিটি ৫.০০ লক্ষ টাকা হিসাবে ৪০.০০ লক্ষ টাকার এফডিআর গঠন করা হয়নি।
- পোষাক রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানকে ৩টি নিজনামীয় ও ৬টি তৃতীয়পক্ষীয় (এ প্রতিষ্ঠানের নামে স্থানান্তরিত) মোট ৯টি রপ্তানী এলসি'র বিপরীতে মার্চ/২০১০ থেকে এপ্রিল/২০১১ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে ৪৩টি (৭টি বৈদেশিক ও ৩৬টি স্থানীয়) ব্যাক টু ব্যাক এলসি মঞ্জুর করে পোষাক তৈরীর কাঁচামাল (এক্সেসরিজ) সংগ্রহের সুযোগ প্রদান করা হলেও ৭,২৩,৭৫,১২২/৯২ টাকার ১৩টি পিএডি (পেমেন্ট এগেনেষ্ট ডকুমেন্ট) সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রাহকের নামে ডিমান্ড ঋণ সৃষ্টি করা হয়।
- ৮০,৫১,২৪৩/৮৫ টাকার ১টি ডিমান্ড লোনের বিপরীতে মাত্র ৪,২৭,৪০০ টাকা সমন্বয়ের পর মূল ডিমান্ড লোনের সর্বমোট ৭,১৯,৪৭,৭২২/৯২ টাকা এবং ৩১-০৩-২০১৩খ্রিঃ পর্যন্ত সুদের ২,১২,৩৩,১৪৫ টাকা সহ মোট ৯,৩১,৮০,৮৬৭/৯২ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।
- তাছাড়া ১টি পিসি(প্যাকিং এন্ড ক্রেটিং) ঋণের ২৫,০০,০০০ টাকা মধ্যে ২৪,৬০,০৯২ টাকা সমন্বয়ের পর ৩১-০৩-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সুদাসলে ৫,৫৫,২০৩ টাকা অনাদায়ী থেকে যায়। ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট সর্বমোট অনাদায়ী ৯,৩৭,৩৬,০৭১ টাকা (১৩টি ডিমান্ড লোনের ৯,৩১,৮০,৮৬৭/৯২ + ১টি পিসি লোনের ৫,৫৫,২০৩) মন্দ ও ক্ষতি হিসেবে শ্রেণীকৃত হয়েছে।
- বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ রয়েছে। ফলে উক্ত টাকা আদায়/সমন্বয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।
- ২৫-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত আরো ১টি রপ্তানী এলসি'র মালামাল জাহাজীকরণের মেয়াদ উত্তীর্ণের সময় পর্যন্ত রপ্তানী সম্পন্ন করণে ব্যর্থ হলেও ২,৬৭,৫০,১৮২ টাকার আরো ৯টি ব্যাক টু ব্যাক এলসি মঞ্জুর এবং পিএডি দায় সৃষ্টি করা হয়।
- ২৪-০২-১১খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মোট ৬টি রপ্তানী এলসি(এবং ২টি সংশোধনী)'র সম্পূর্ণ মালামাল শিপমেন্ট করতে ব্যর্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ১,৪২,১২,১২৮ টাকার আরো ৯টি ব্যাক টু ব্যাক এলসি মঞ্জুর করা হয়। এত গুলো শিপমেন্ট ব্যর্থ হওয়ার পরও ১০-০৪-১১খ্রিঃ পর্যন্ত ১,৬৭,০১,৩৬১ টাকার আরো ২৪টি ব্যাক টু ব্যাক স্থানীয় এলসি মঞ্জুর করা হয়, যার অনেক গুলো (১৩ টি) ডিমান্ড লোনে পরিণত হয়। রপ্তানি ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও বারবার এ জাতীয় সুবিধা প্রদান গুরুতর অনিয়ম।
- কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে রপ্তানী পণ্যসমূহ জাহাজীকরণ করা সম্ভব হয়নি এবং জাহাজীকরণের নির্দিষ্ট সময় পর কিছু কিছু পণ্য রপ্তানী করা ও এর অধিকাংশ রপ্তানীমূল্য প্রত্যাবাসিত হলেও ডিমান্ড লোনের আর কোন টাকাই আদায় করা হয়নি।
- একের পর এক রপ্তানী ব্যর্থতার পরও ক্রমান্বয়ে মোট ৪৩টি ব্যাক টু ব্যাক এলসি মঞ্জুর ও পিএডি দায় সৃষ্টি এবং কিছু কিছু পণ্য রপ্তানী ও মূল্য প্রত্যাবাসন করা হলেও মাত্র ১টি ডিমান্ড লোনের সামান্য পরিমাণ টাকা আদায় করার পর আর কোন টাকা আদায় না করায় বিপুল পরিমাণ খেলাপী ঋণের সৃষ্টি হয়েছে এবং বর্তমানে প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় আদায়ে সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।
- ব্যাক টু ব্যাক এলসি'র (বৈদেশিক) মালামাল আমদানী/সংগ্রহের স্বপক্ষে ইনভয়েসের কপি ও ষ্টক লট রিপোর্ট পাওয়া গেলেও আমদানীকৃত পণ্য দেশে পৌছানোর স্বপক্ষে কাষ্টমস্ কর্তৃক ইস্যুকৃত বিল অব এন্ট্রি'র কপি পাওয়া যায়নি।

অনিয়মের কারণঃ

- মেসার্স লিয়া ফ্যাশন এন্ড গার্মেন্টস লিঃ, সুপার নিটিং কমপ্লেক্স, বায়জিদ বোস্তামী রোড, চট্টগ্রাম (অফিস- জামাল খান লেইন, কোতয়ালী, চট্টগ্রাম)-কে নিজনামীয় ও তৃতীয়পক্ষীয় রপ্তানী ঋণপত্রের বিপরীতে খোলা ব্যাক টু ব্যাক এলসি'র মালামাল দ্বারা তৈরী পোষাক প্রতিষ্ঠানটি রপ্তানী করতে ব্যর্থ হওয়ায় এবং কিছু কিছু রপ্তানী সম্পন্ন হলেও পূর্বের

ডিমান্ড লোনের টাকা সমন্বয় না করায় এবং বর্তমানে ফ্যাক্টরী বন্ধ থাকায় দেয় পিসি ঋণসহ ঋণের অনাদায়ী ৯,৩৭,৩৬,০৭১ টাকা ক্ষতি হিসেবে শ্রেণীকৃত হয়েছে। (**বিবরণ পরিশিষ্ট '১৫'এ দেখানো হলো।)**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- গ্রাহক জানুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১১ পর্যন্ত মোট ৬.৫৭ কোটি টাকার রপ্তানী কার্যক্রম সম্পাদন করেন। এমন সময়ে প্রতিষ্ঠানের মূখ্য ব্যক্তি ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মানিক মোহাম্মদ বাবলু'র দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ৪ (চার) মাস চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠান পরিচালনাগত ব্যর্থতা ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষাপটে বিদেশী ক্রেতাগণের অসহযোগিতার ফলে চলমান রপ্তানী আদেশ সমূহ স্টক লটে পরিণত হয়। টাকা আদায়ের লক্ষ্যে অর্থঋণ মামলা নং-৯৪/২০১৩ দায়ের করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- সময় মত রপ্তানী পণ্যসমূহ শিপমেন্টে ব্যর্থতা সত্ত্বেও এতগুলো ব্যাক টু ব্যাক এলসি মঞ্জুর, কিছু কিছু রপ্তানী সত্ত্বেও এর বিপরীতে প্রদত্ত ডিমান্ড লোনের কোন টাকা সমন্বয় না করা এবং নীতিগত মঞ্জুরী পত্রের শর্ত মোতাবেক ৪০.০০ লক্ষ টাকার এফডিআর গঠনে ব্যর্থতার জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণসহ অবিলম্বে অনাদায়ী ঋণের সম্পূর্ণ টাকা ঋণগ্রহীতা কিংবা দায়ী কর্মকর্তাদের কাছ থেকে আদায় করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়ম উল্লেখপূর্বক সচিব বরাবর ১৯-০৯-২০১৩খ্রিঃ তারিখে অগ্রীম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়।জবাব না পাওয়ায় ৩১-১০-২০১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্রদেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৯-০১-২০১৪খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। ১০-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, অর্থ আদায়ের জন্য শাখাকে নির্দেশনাদেয়া হয়েছে। ২২-০৬-২০১৪খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তরে ঋণ আদায়ের জন্য বলা হলেও পরবর্তী অগ্রগতি জানানো হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- অনতিবিলম্বে জড়িত টাকা গ্রাহক বা অনাদায়ে দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়সহ মামলার অগ্রগতি নিবিড়ভাবে অনুসরণ করা প্রয়োজন এবং মামলার ফলাফল নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক। তাছাড়া সম্ভাব্য ক্ষতির জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

৬—

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন

অনুঃ ১৬।

শিরোনামঃ অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের সাথে পুনঃ বীমার ক্ষেত্রে অদক্ষ চুক্তি সম্পাদন করায় প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের বিপরীতে ক্ষতির দাবী অতিরিক্ত পরিশোধ করাতে সংস্থার ক্ষতি ২৭৩৯.২৪ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১১ ও ২০১২ সালের হিসাব ১৭/০২/২০১৩ হতে ৩১/০৮/২০১৩ সময়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,

- The Insurance Corporation (Amendment) Act. 1990 ধারা-২৩ক (২) অনুযায়ী পুনঃবীমাযোগ্য সাধারণ বীমা ব্যবসায়ের ৫০% সাধারণ বীমা কর্পোরেশনে বীমা করতে হবে এবং এরুপ ব্যবসায়ের অবশিষ্ট ৫০% উক্ত কর্পোরেশনে অথবা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে অবস্থিত অন্য কোন বীমাকারীকে বীমা করা যাবে।
- পুনঃবীমা বিষয়ক ৪৩ টি বেসরকারী বীমা কোম্পানীর পুনঃবীমা ব্যবসা সংক্রান্ত রেকর্ড পর্যালোচনা করা হয়। তার মধ্যে ১৫ টি কোম্পানীর ব্যবসায়িক পারফরমেন্স খুবই দুর্বল অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে Loss করা সত্ত্বেও উপরোক্ত ধারা অনুযায়ী Sum Insured এর রিটেনশন অংশ বাদ দিয়ে বাকী অংশের ৫০% এর পরিবর্তে ১০০% পুনঃবীমা গ্রহণ করে চুক্তি(Treaty) সম্পাদন করা হয়েছে। পর্যাপ্ত ডকুমেন্টস না থাকায় নিরীক্ষায় এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার যৌক্তিকতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।
- নিরীক্ষায় ১৫টি কোম্পানীর ক্ষতির দাবী পর্যালোচনায় দেখা যায়, কোম্পানীগুলো যে পরিমান প্রিমিয়াম প্রদান করে তার চেয়ে ক্ষতির দাবী অনেক বেশী । এ ধরনের ব্যবসার প্রভাবে সারীক এর সাথে বৈদেশিক পুনঃবীমা কোম্পানী Surplus Treaty বাতিল করে এক্সেল Treaty সম্পাদন করে ব্যবসা করছে। এতদসত্ত্বেও সাবীক বেসরকারী বীমা কোম্পানীগুলোর সাথে Surplus Treaty এর আলোকে ব্যবসা করে কর্পোরেশনের আর্থিক ক্ষতি বৃদ্ধি করছে। Surplus Treaty এর আলোকে পরিশোধিত ক্ষতির পরিমান আনুপাতিক হারে বীমাকৃত সম্পদের মূল্যমানের ভিত্তিতে ইনসুয়ার এবং রি-ইনসুয়ার এর মধ্যে ভাগাভাগি করা হয়। অপরদিকে, এক্সেল Treaty এর আওতায় প্রাথমিক ইনসুয়ার ও রি-ইনসুয়ার কর্তৃক রিটেনশন লিমিট পূর্ণ পরিশোধ করার পর কোন ক্ষতির দাবী পরিশোধ করা হয়।
- নিরীক্ষায় ৭টি কেইসে দেখা যায়, বিগত বছরে ধারাবাহিক ব্যবসা সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও চুক্তি(Treaty) তে প্রতি বছর চুক্তির লিমিট (Treaty Limit) বৃদ্ধি করা হয়েছে। অথচ আনুপাতিক হারে রিটেনশন ও ক্যাশ লস লিমিট (Loss Participation Clause -LPC) বৃদ্ধি করা হয়নি। ফলশ্রুতিতে সাবীক প্রতি বছর বর্ণিত কোম্পানী হতে যে পরিমান প্রিমিয়াম পায় তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতির দাবী পরিশোধ করতে হয়।
- নিরীক্ষায় আরো দেখা যায় যে, বেসরকারী জনতা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী এবং পারটেক্স গ্রুপ একই মালিকানাধীন দুটি প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ বীমাকৃত সম্পদের মালিক ও বীমাকারী প্রতিষ্ঠানের মালিকানা একই ব্যক্তির। এই ধরনের ব্যক্তি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট(কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট) ক্ষেত্রও সুযোগ সৃষ্টি নিরুৎসাহিত করা প্রয়োজন।
- তাছাড়া দাবী পরিশোধের নথিতে পলিসির বিপরীতে প্রিমিয়াম গ্রহণের মানি রিসিট ও ব্যাংক জমার স্লিপ রাখা হয় না। এতে বীমাকারী পলিসি ইস্যুর পূর্বে প্রিমিয়াম গ্রহণ করেছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যায় না। বীমা কোম্পানী এবং বীমাকৃত সম্পদের মালিক একই ব্যক্তি বিধায় প্রিমিয়াম গ্রহণ ব্যতীত পলিসি ইস্যু করে সেসনে অর্ন্তভুক্ত করে Bordereaux এর মাধ্যমে পুনঃবীমাকারী হিসাবে এসবিসির উপর দায় চাপানোর সুবিধা নেয়া হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

- অনিয়মিতভাবে অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের সাথে পুনঃ বীমার ক্ষেত্রে অদক্ষ চুক্তি সম্পাদন করায় প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের বিপরীতে ক্ষতির দাবী অতিরিক্ত পরিশোধ করাতে সংস্থার ক্ষতি ২৭৩৯.২৪ লক্ষ টাকা। ১৫টি লোকসানী কোম্পানীর সাথে ২০০৬ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত পুনঃবীমা ব্যবসায় টাকা ৪৫৬৭.২৫ কোটি প্রিমিয়াম প্রাপ্তির বিপরীতে ক্ষতি দাবী টাকা ৭৩০৬.৪৯ কোটি অর্থাৎ ২৭৩৯.২৪ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করতে হয়েছে **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১৬ (০১/০২")।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- আপত্তির বিষয়ে সাবীক কর্তৃপক্ষ জানায় ব্যবসা বৃদ্ধি ও কর্পোরেশনের স্বার্থেই এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা আপত্তিতে বর্ণিত ১৫টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যবসায় কোন মুনাফা অর্জিত হয়নি বিধায় এ ধরনের বক্তব্য যৌক্তিক বলে বিবেচনা করা যায় না।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-১২-২০১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২০-০২-২০১৪খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ১৭-০৬-২০১৪খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, Poor Performance এর ১৫টি কোম্পানীর মধ্যে ২টি কোম্পনীর সাথে ৫০% পুনঃবীমা চুক্তি রয়েছে। ৪টি কোম্পানী ইতোমধ্যে Positive Performance Record এ উন্নীত হয়েছে এবং অবশিষ্ট কোম্পানীর Negative Performance অনেক অংশে কমে আসছে। বেসরকারী বীমা কোম্পানীগুলোর পুনঃবীমা চুক্তির শর্তারোপ এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রমের উন্নতি সাধিত হয়েছে। বেসরকারী বীমা কোম্পানীর সাথে পুনঃবীমা চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে জবাব প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে ২৯-০৯-২০১৪খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর দেওয়া হয়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ১৮-১২-২০১৪খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ক্ষতিকৃত অর্থ দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- নতুন ব্যবসা সংক্রান্ত প্রজেক্ট মূল্যায়নে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন (সাবীক) কার্যকর সিস্টেম উন্নয়ন প্রয়োজন।
- সাবীক নতুন কোন ব্যবসা মূল্যায়ন কার্যক্রম তদারকির/পর্যবেক্ষনের জন্য যথোপযুক্ত ম্যাকানিজম চালু করা আবশ্যক।

অনুঃ ১৭।

শিরোনামঃ নগদে প্রিমিয়াম গ্রহণ ব্যতীত অনিয়মিতভাবে Facultative Re-Insurance কভারেজ প্রদান করায় অনাদায়ী ৭৭৯০.০৬ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১১ ও ২০১২ সালের হিসাব ১৭/০২/২০১৩ হতে ৩১/০৮/২০১৩ সময়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,

- সাবীক ও বেসরকারী বীমা কোম্পানীর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির Treaty Warranty "C" – "any risk written above limit shall have to be notified to SBC prior to its acceptance and facultative cover obtained on terms and conditions to be mutually agreed upon"| এক্ষেত্রে বার্ষিক Insurable 'Surplus Value' এর সর্বোচ্চ লিমিট চুক্তিতে উল্লেখ করা থাকে। চুক্তি(Treaty) অনুযায়ী বেসরকারী বীমা কোম্পানীর সাথে Facultative coverage গ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়। কোন বীমাকারী Facultative coverage গ্রহনে ইচ্ছুক হলে পলিসি ইস্যুর স্বল্পতম সময়ের মধ্যে Facultative Slip Confirm করতঃ প্রিমিয়াম আদায় সাপেক্ষে Facultative coverage প্রদান করা হয়েছে। প্রিমিয়াম নগদে আদায় ব্যতীত Facultative coverage প্রদান করা হয়েছে। চুক্তি(Treaty) অনুযায়ী Surplus ও এক্সেল উভয় চুক্তি(Treaty) এর ক্ষেত্রে Bordereaux এর মাধ্যমে প্রিমিয়াম জমা হওয়ার কথা। কিন্তু Facultative coverage Bordereaux এর মাধ্যমে পরিশোধ হবে না অর্থাৎ প্রিমিয়াম নগদে পরিশোধ হবে।
- ২০১২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সাবীক এর হিসাবে ৭৭,৯০,০৬,০০০ টাকা প্রিমিয়াম হিসাবে বকেয়া দেখানো হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

- সাধারণ বীমা কর্পোরেশন (সাবীক) ৩৬টি বেসরকারী বীমা কোম্পানী হতে নগদে প্রিমিয়াম গ্রহন ব্যতীত অনিয়মিতভাবে Facultative Re-insurance কভারেজ প্রদানের দীর্ঘ দিন পরও প্রিমিয়াম অনাদায়ী ৭৭৯০.০৬ লক্ষ টাকা (**যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১৭"** ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালে এটি অবহিত করা হয়েছে যে, Facultative প্রিমিয়ামের টাকা সাধারণভাবে চেকে পরিশোধ করা হয়ে থাকে। বীমা কোম্পানী কর্তৃক সাধারণতঃ বিলম্বে প্রিমিয়াম টাকা জমা দেয়। কিন্তু পরবর্তীতে আদায়/সমন্বয় হয়ে থাকে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- আপত্তির জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা Facultative Re-insurance প্রিমিয়ামের টাকা পলিসি খোলার সাথে সাথে নগদে গ্রহন করা হয়ে থাকে, যা এক্ষেত্রে করা হয়নি। Facultative প্রিমিয়াম আদায়ে কঠোর তদারকির প্রয়োজন।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-১২-২০১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২০-০২-২০১৪খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ১৭-০৬-২০১৪খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, বেসরকারী বীমা কোম্পানীর Facultative Slip Confirm করার পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রিমিয়াম পরিশোধের তাগিদ অব্যহত রাখা হয় এবং প্রয়োজনে তা বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের Facultative Slip Confirm করার পর থেকেই পুনঃবীমা ঝুঁকির মধ্যে থাকে। নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপনের পর Facultative Re-insurance নতুন কভারেজের ক্ষেত্রে সাবীক নগদে প্রিমিয়াম আদায় করছে। যা নিরীক্ষা আপত্তি মেনে নেয়ার একটি নির্দেশক। তাই যথা সময়ে Facultative প্রিমিয়াম পেতে বিলম্ব হলেও Accounts এর মাধ্যমে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের পাওনা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে তা আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হয়ে থাকে, আবার কখনও কখনও হিসাবের সাথে সমন্বয় করা হয়। সুপারিশ অনুযায়ী দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে জবাব প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে ২৯-০৯-২০১৪খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর দেয়া হয়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ১৮-১২-২০১৪খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- প্রিমিয়ামের বকেয়া অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- সাবীক এ শক্তিশালী একটি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা আবশ্যক যাতে করে Facultative প্রিমিয়াম এর টাকা যথাযথভাবে নগদে আদায় হয়।

অনুঃ ১৮।

শিরোনামঃ সাধারণ বীমা কর্পোরেশন পুণঃবীমাকৃত একই মালামালের দাবী দুইবার পরিশোধ করায় ক্ষতি ৫৯০.৫০ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১১ ও ২০১২ সালের হিসাব ১৭/০২/২০১৩ হতে ৩১/০৮/২০১৩ সময়ে নিরীক্ষাকালে বীমাকারী মেসার্স প্রভাতী ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ এবং বীমা গ্রহীতা মেসার্স বিডি ফুডস লিঃ, এর দুইটি বীমা পলিসি সংক্রান্ত ডকুমেন্টস্ পর্যালোচনায় দেখা যায়,

- বীমা গ্রহীতা মেসার্স বিডি ফুডস লিঃ হিমায়িত মাছের বিপরীতে ৫.০০ কোটি টাকার বীমা পলিসি নং-PICL/MJB/FP-21/02/2009 তারিখঃ ২২-০২-২০০৯ খ্রিঃ এবং ২২-০২-২০০৯খ্রিঃ হতে ২২-০২-২০১০খ্রিঃ মেয়াদে খুলে তা সাবীক এর নিকট পুনঃবীমা করা হয়। একইভাবে, একই গুদামে হিমায়িত মাছের বিপরীতে ২৫-০৯-২০০৯খ্রিঃ তারিখে ৯.০০ কোটি টাকার আরও একটি বীমা পলিসি ইস্যু করা হয় যার পলিসি নং PICL/HO/FP-76/10/2009 তারিখঃ ২৫-১০-২০০৯খ্রিঃ এবং মেয়াদ ২৫-১০-২০০৯খ্রিঃ হতে ২৫-১০-২০১০খ্রিঃ পর্যন্ত। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় বীমাকৃত সম্পদ ১৪-০১-২০১০খ্রিঃ তারিখে কারখানাতে হঠাৎ অগ্নিকান্ডে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। কিন্তু প্রতিটি পলিসি খোলার সময় কুলিং চেম্বার নম্বর, মাছের পরিমান উল্লেখ করা হয়নি। একই গুদামে মজুদকৃত মাছের উপর ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে বীমা পলিসির বিপরীতে সাবীক কর্তৃক পুনঃবীমা দাবী পরিশোধ করা হয়।
- যৌথ জরিপকারী কর্তৃক পলিসি নং PICL/MJB/FP-21/02/09 এর বিপরীতে ক্ষতি ৪,৪৬,৩২,১৫৪ টাকার মধ্যে সাবীক এর অংশ ৪,২৪,০০,৫৪৬ টাকা এবং পলিসি নং PICL/HO/FP-76/10/2009 এর বিপরীতে ১,৬৬,৪৯,৯৭৭ টাকা সহ মোট ৫,৯০,৫০,৫২৩ টাকা বীমাকারী কোম্পানীকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

- দুইটি পলিসি একই পণ্যের বিপরীতে অর্থাৎ হিমায়িত মাছ একই গুদামে মজুদকৃত। দুইটি প্রতিষ্ঠানের নামে বীমা পলিসি খুলে পুনঃবীমা ক্ষতিপূরণের দাবী পরিশোধ করায় সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের ক্ষতি ৫,৯০,৫০,৫২৩ টাকা **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১৮")**।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- পলিসি নং PICL/MJB/FP-21/02/09 কোল্ড স্টোরেজে হিমায়িত মাছ সংরক্ষণের ঝুঁকি কভারেজ ছিল। অপরদিকে, পলিসি নং PICL/HO/FP-76/10/2009 মাছ প্রসেসিং প্লান্ট এবং কোল্ড স্টোরেজ স্টক ঝুঁকি কভারেজ ছিল। একই প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে দুইটি পলিসি ইস্যু সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন ব্যাংক লোনের উপর ঝুঁকি কভারেজ ছিল।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ দুইটি পলিসি কোল্ড স্টোরেজে একই সম্পদ/হিমায়িত মাছের বিপরীতে ইস্যু করা হয়েছিল। কোন পলিসি মাছ প্রসেসিং প্লান্ট এর জন্য ছিল না।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-১২-২০১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২০-০২-২০১৪খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ১৭-০৬-২০১৪খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, একই প্রতিষ্ঠানের পৃথক দুটি পলিসি পৃথক সময়ে ভিন্ন আইটেম এর বিপরীতে অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে; যা ব্যাংকের দুটি ভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ছিল। আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে ২৯-০৯-২০১৪খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর দেয়া হয়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ১৮-১২-২০১৪খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- অতিরিক্ত পরিশোধের দায়-দায়িত্ব নির্ধারিনসহ আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক। যৌক্তিক ও প্রমাণক সমর্থিত দাবী পরিশোধের ক্ষেত্রে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন (সাবীক) কর্তৃক একটি কার্যকর চেকিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করা আবশ্যক।

অনুঃ ১৯।

শিরোনামঃ অগ্নিকান্ড সংগঠিত হওয়ার পরে পলিসি খুলে অনিয়মিতভাবে Bordereaux এর মাধ্যমে দাবী পরিশোধ করায় ক্ষতি ২৩.৭০ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১১ ও ২০১২ সালের হিসাব ১৭/০২/২০১৩ হতে ৩১/০৮/২০১৩ সময়ে নিরীক্ষাকালে ০২টি বেসরকারী বীমা কোম্পানীর সাথে সাবীক এর দেনা পাওনা সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী (Bordereaux) পর্যালোচনায় করে দেখা যায় যে,

- বেসরকারী বীমা কোম্পানী মেসার্স জনতা ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ এবং ইউনিয়ন ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ বিভিন্ন পণ্যের বিপরীতে ০৯টি (নয়টি) অগ্নি বীমা পলিসি ইস্যু করে। উক্ত বীমা পলিসিগুলোতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পদের ঝুঁকি কভারেজ ছিল। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী কোন সম্পদের ঝুঁকি কভার করে পিলিসি খোলার পর নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে দুর্ঘটনায় ক্ষতি হলে প্রয়োজনীয় বিধি বিধান অনুসরণ করে ক্ষতির দাবী পরিশোধযোগ্য। আলোচ্য পলিসিগুলোর ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি।
- সাবীক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বেসরকারী বীমা কোম্পানী কর্তৃক প্রেরিত Bordereaux এর সমর্থনে সকল আনুসঙ্গিক রেকর্ড ও প্রমাণাদি পর্যালোচনা করে এর সঠিকতা নিশ্চিত করে। এ কাজটি মূলতঃ সাবীক এর সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক নিশ্চিত করার দায়িত্ব হলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। বেসরকারী বীমা কোম্পানীর Fire Surplus Bordereaux পর্যালোচনায় দেখা যায় পরিশিষ্টে বর্ণিত ০৯টি (নয়টি) অগ্নি বীমা পলিসির ক্ষেত্রে অগ্নিকান্ডে ক্ষতি সংগঠিত হওয়ার পর পর উক্ত সম্পদের বীমা পলিসি খুলে দাবী পরিশোধ করা হয়েছে, যা ইন্স্যুরেন্স ও রি-ইন্স্যুরেন্স এর দ্বারা আবরিত/কভারেজ ছিল না।
- বিধি সম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য নয় এমন পলিসির বিপরীতে ক্ষতি দাবী পরিশোধ করায় সাবীক এর ক্ষতি টাকা ২৩,৭০,০৮২ টাকা।

অনিয়মের কারণঃ

- অগ্নিকান্ড সংগঠিত হওয়ার পরে পলিসি খুলে অনিয়মিতভাবে Bordereaux এর মাধ্যমে দাবী পরিশোধ করায় সাধারণ বীমা কর্পোরেশন (সাবীক) এর ক্ষতি ২৩,৭০,০৮২ টাকা **(বিস্তারিত বিবরণী পরিশিষ্ট "১৯")**।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- দাবীর সমর্থনে ভুল বিবরণীর ব্যাখ্যার জন্য সংশ্লিষ্ট বীমা ইস্যুকারী কোম্পানী বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ ধরনের অনিয়মের বিষয়ে ব্যাখ্যামূলক জবাব প্রাপ্তির পর আপত্তি জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাবের সমর্থনে গ্রহনযোগ্য কোন প্রমানক প্রেরণ করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৩-১২-২০১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২০-০২-২০১৪খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ১৭-০৬-২০১৪খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, মেসার্স জনতা ইন্সুরেন্স কোম্পানী এর পত্র নম্বর-৮৪ তারিখঃ ০৪-০৮-২০১৩খ্রিঃ এর মাধ্যমে বলা হয়, প্রাথমিকভাবে তাদের শাখাসমূহ পলিসি ইস্যু করে থাকে। পরবর্তীতে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক পলিসি ইস্যু করা হয়। যাতে ভুলবশতঃ ২০-০৯-২০১০খ্রিঃ এর পরিবর্তে ২০-০৮-২০১০খ্রিঃ তারিখ উল্লেখ করা হয়। আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ সংশ্লিষ্ট বীমা কোম্পানী অথবা দায়ী কর্মকর্তার নিকট হতে আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে ২৯-০৯-২০১৪খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর দেয়া হয়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ১৮-১২-২০১৪খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনিয়মিতভাবে পরিশোধিত অর্থ আদায় করে সরকারী কোষগারে জমা করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- যৌক্তিক ও প্রমাণক সমর্থিত দাবী পরিশোধের ক্ষেত্রে সাবীক কর্তৃক একটি কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা আবশ্যক।

৭—

তৃতীয় অধ্যায়

(চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য)

অনুচ্ছেদ-০১।

শিরোনামঃ জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০১১ সালের চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য।

বিবরণঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০১১ সালের হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিঃ নিরীক্ষক (সিএ ফার্ম) কে ৩১-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়। জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক বহিঃ নিরীক্ষক ১৯-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় ০৯-০৯-২০১২খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়। উক্ত আর্থিক বিবরণী বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক মূল্যায়নের পর অনুচ্ছেদভিত্তিক মন্তব্য নিম্নে প্রদান করা হলঃ

- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানটির ৩১-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রের ঋণ ও অগ্রিম খাতে ২৫৭৮০.১০ কোটি টাকা অনাদায়ী/অসমন্বিত প্রদর্শিত হয়েছে যা ২০১০ সালের তুলনায় ১৪.২১% বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে উক্ত খাতে **"উচ্চ কু-ঋণ ঝুঁকি"** বিদ্যমান। পর্যাপ্ত Collateral Security ব্যতীত ঋণ মঞ্জুরীর বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে **দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক** বছরভিত্তিক বিশ্লেষণসহ আদায়/সমন্বয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানো আবশ্যক।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটির ৩১-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখের নিরীক্ষিত হিসাবের স্থিতিপত্রের Suspense Account খাতে ২৬৫.৫৬ কোটি টাকার মধ্যে Sundry Debtors-উপখাতে ১৩৪.৭৯ কোটি টাকা অনাদায়ী/সমন্বিত প্রদর্শিত হয়েছে যা গত অর্থবছরের তুলনায় ৯৭.০৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত Sundry Debtors-উপখাতের বিষয়ে ব্যবস্থাপনার অবহেলা /Reporting fraud বিদ্যমান। ফলে সুনির্দিষ্টভাবে **দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক** বছরভিত্তিক বিশ্লেষণসহ আদায়/সমন্বয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানো আবশ্যক।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানটির ৩১-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে Sundry Assets-খাতে ১৬৫০.১৮ কোটি টাকা অনাদায়ী প্রদর্শিত হয়েছে। সত্বর সমুদয় টাকা আদায়/সমন্বয় করা আবশ্যক।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানটির ৩১-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে Interest Suspense Account খাতে ২৬৬.৭০ কোটি টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। তন্মধ্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ২৫৮.১৫ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশের বাইরে ৮.৫৫ কোটি টাকা প্রদর্শিত হয়েছে যা ব্যাংকের আর্থিক শৃংখলার পরিপন্থী। উক্ত টাকা দ্রুত আদায়/সমন্বয় আবশ্যক।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানটির ৩১-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে Fixed Deposit Account খাতে IDB Islami Bank Limited-এর নিকট ১৪.৯৭ কোটি টাকা অনাদায়ী প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত টাকা শীঘ্রই আদায়/সমন্বয় করা আবশ্যক।
- আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির আমানত ও বিনিয়োগ বিষয়ক ব্যাংকিং কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক বিবরণী **পরিশিষ্ট '২০/১'** এ দেখানো হলো। উক্ত বিবরণী যাচাইয়ান্তে দেখা দেখা যে, ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে লাভজনক শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১২টি। আলোচ্য বছরে মোট আমানতের পরিমাণ ও মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ২৬.২২% ও ১৪.২০%। ব্যাংকটির লাভজনক শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অলাভজনক শাখার সংখ্যা হ্রাসের ধারা অব্যাহত রেখে সুচিন্তিত নীতি নির্ধারণ পূর্বক মোট আমানতের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক প্রণীত Profit and Loss Account পর্যালোচনা করে আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির আয়-ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণী **পরিশিষ্ট '২০/২'**-এ দেখানো হলো। উক্ত বিবরণীতে দেখা যায় যে, ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে মোট আয় ও মোট ব্যয় যথাক্রমে ৩২.৩৫% ও ৩৩.৭৭% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে মোট লাভ বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০.১৪%। এছাড়া ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে নীট লাভের পরিমাণ (৯.৫০%) হ্রাস পেয়েছে। নীট লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক।
- প্রতিষ্ঠানটির ঋণ ও অগ্রিম এবং শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ ও অগ্রিমের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান **পরিশিষ্ট '২০/৩'** এ দেখানো হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ এবং শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ১৪.২১% এবং ২৭.১৭%। ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে নিম্নমান ঋণ, সন্দেহজনক ঋণ এবং কু-ঋণ যথাক্রমে ২২৮.৫৭%, ৬৮.০৫% এবং ৮.৫৫% বৃদ্ধি পেয়েছে । ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে শ্রেণী বিন্যাসিত ঋণ আদায়ের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে ৩৪.৪৭%। মোট শ্রেণী বিন্যাসিত ঋণ, নিম্নমাণ ঋণ, সন্দেহজনক ঋণ, কু-ঋণের পরিমাণ কমানোর পরিকল্পনার বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সঠিক তদারকির মাধ্যমে শ্রেণী বিন্যাসিত ঋণ আদায়ের পরিমাণ বাড়ানোর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক।

* প্রতিষ্ঠানটির পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষা আপত্তির বর্তমান পরিসংখ্যান **পরিশিষ্ট '২০/৪'**-এ দেখানো হল। উক্ত পরিসংখ্যান যাচাইয়ান্তে দেখা যায় যে, ১৯৭৬-২০১০ ও ২০১১ পর্যন্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মোট ৫৬৯টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ২০৫টি অনুচ্ছেদ মীমাংসা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৬৪টি অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ মীমাংসাকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ

* ব্যাংকটির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ পরিহার করে একটি সফল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা মন্তব্যসমূহের আলোকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ জহুরুল ইসলাম)
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১৬/২০১৭-৫০০৪কম/এ—৮০০ বই, ২০১৭ইং।